সালাফী-মানহাজের-বৈশিষ্ট্য সমুহঃ-

০ শুধু মুখে দাবি করলেই আহলে ছুন্নাত ওয়াল জামা'আত হওয়া যায় না বরং তজ্জন্য তাদের পথ ও পদাঙ্ক যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হয়। আর সঠিকভাবে অনুসরণের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সঠিক জ্ঞান। তাই আহলুছ ছুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ বলতে কি বুঝায়? প্রকৃত অর্থে কারা আহলুছ ছুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ? তাদের অনুসৃত পথ, পদ্ধতি, নীতি ও আদর্শ কী? তারা কিভাবে হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন? সঠিক দালীল-প্রমাণসহ প্রথমে এসব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

❒ সালাফদের কথা আমরা বেশি বলি কেন?

- আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম হামদুন ইবনে আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করা হলোঃ
- আমাদের কথার চেয়ে সালাফদের কথা বেশি উপকারী হওয়ার কারণ কী? উত্তরে তিনি বললেন, "কারণ তারা কথা বলতেন ইসলামের সম্মান রক্ষার জন্য আর নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য, এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে।
- আর আমরা কথা বলি নিজেদের সম্মান বাড়াতে, দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ পেতে আর মানুষের সন্তুষ্টি অর্জন করতে।" (এই হচ্ছে সালাফদের সাথে আমাদের পার্থক্য।)
- সোর্সঃ
- [সিফাতুস সফওয়া, খণ্ডঃ ০৪, পৃষ্ঠাঃ ২২২, আইনা নাহনু মিন আখলাকিস সালাফ, পৃষ্ঠাঃ ১৫]

কুরআন ও হাদীস বুঝতে হবে সেই ভাবে, যে- ভাবে সালাফা-সালেহিনরা বুঝেছেন।

- কুরআন ও হাদীস বুঝতে গিয়ে সাহাবী, তাবিঈ, তাবে তাবিঈ ও পরবর্তীতে তাদের অনুসারী ইমাম ও মুজতাহিদগণের মতামতকে যারা অগ্রাহ্য করে, তাদের কুরআন-সুন্নাহ সঠিকভাবে বোঝার সৌভাগ্য হয় না। "সালাফে সালিহীনের ইমামদের কথা মানি না"- মোটাদাগে এই কথা যারা বলেন তারাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইমামদের কথা মানেন। তবে তারা দলীলের অনুকূলে হলে মানেন, নয়তো মানেন না।
-
- যারা সালাফদের বুঝ অনুযায়ী কুরআন-সুন্নাহ না বুঝে নিজের বা নিজের উস্তাযের বুঝ অনুযায়ী কুরআন-সুন্নাহ বুঝতে চান তারা প্রকারন্তরে সালাফদের বুঝের চেয়ে নিজের বুঝকে, সালাফদের জ্ঞান থেকে নিজের জ্ঞানকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন। অথচ তার নিজের বা তার উস্তাযের বুঝের চেয়ে সালাফদের বুঝ হাজারগুণ বেশি শুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। আমি
- অবাক হই তখন, যখন দেখি, কেউ সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ মানার নামে নিজের বুঝ মত কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা দেয় আর নিজের বুঝটাকেই নির্ভুল ও একমাত্র সঠিক মনে করে গ্রহণ করে। অথচ তারাই আবার দাবী করেন যে, তারা সালাফদের মানহাজ অনুসরণ করেন কিন্তু তারা নিজেরাও জানেন না যে, তারা তাদের দাবীতে মিথ্যাবাদী।

সালাফী-মানহাজের-বৈশিষ্ট্য সমুহঃ-

- সালাফদের বুঝ ও ব্যাখ্যা ছাড়া কুরআন-সুন্নাহ বুঝতে চাওয়া অজ্ঞনতা ও বোকামি। এই কথার মানে এই নয় যে, সালাফদের মধ্য থেকে কোনো একজন বা কয়েকজনকে নির্দিষ্ট করে শুধু তাদের বুঝ ও ব্যাখ্যাকে সকল ক্ষেত্রে নির্ভুল ধরে নিতে হবে এবং গ্রহণ করতে হবে।
- এই কথার মানে হচ্ছে, কুরআন-সুন্নাহ বুঝতে ও দৈনন্দিন মাসয়ালা-মাসায়েলের সমাধান জানতে সালাফদের এবং প্রত্যেক যুগের সালাফী আলিমদের বুঝকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত, নিজের বুঝকে নয়।

আক্বীদাহ এবং মানহাজের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

- একজন মুছলমান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে নীতি বা পদ্ধতি অনুসরণ করে চলে, সেটাকেই মানহাজ বলে। তাই দেখা যায় যে, 'আক্বীদাহ-বিশ্বাস, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, লেন-দেন ইত্যাদি; একজন মুছলমানের জীবনের সর্ব বিষয়ে সর্বক্ষেত্রেই রয়েছে মানহাজের উপস্থিতি। পক্ষান্তরে 'আক্বীদাহ বলতে মৌলিক ঈমান বা বিশ্বাস এবং শাহাদাতাইনের অর্থ, দাবি ও চাহিদাকে বুঝায়। তাই 'আক্বীদাহ্র চেয়ে মানহাজ হলো অনেক ব্যাপক ও সাধারণ একটি বিষয়।
- সূত্র:- আল আজওয়িবাতুল মুফীদাহ 'আন আছইলাতিল মানাহিজিল জাদীদাহ- শায়খ ড. সালিহ্ ইবনু ফাওযান আল ফাওযান । প্রশ্ন নং- ৪৪ ।

সালাফী মানহাজ যা সবারই প্রায় অজানা

- *সালাফী কিঃ-*
- সালাফী শব্দ এসেছে সালাফে সলেহীন থেকে।সাহাবা থেকে শুরু করে তাবে-তাবেঈন পর্যন্ত যারা ছিল ।(৩ মুসলিম জেনারেশন)যারা এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ উম্মত তাদেরকে বা তাদের ঐ সময়কাল কে সালাফে সলেহীন বলে।অর্থাৎ যারা কোরআন ও সহী হাদীস সরাসরি মেনে চলে সাহাবা থেকে তাবে-তাবেঈনদের মত করে তাদেরকে সালাফী বলে।এর পর ৪০০ বছর পর থেকে মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে।

সালাফী কারা?

- সালাফী তারা যারা অন্ধঅনুসরন করে না।সালাফীরাই মুলত আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত।অধিকাংশ সালাফীরা দাঈ।(ইসলামের দাওয়াত দেই যারা তাদের দাঈ বলে)সালাফী নতুন কোন মাযহাব না বা কোন রাজনৈতিক দল না।
- সালাফীদের দাওয়াত?
- সালাফীরা সাধারণত তাওহীদ ও তাযকিয়াহ (আল ইমরান ১৬৪)এর দাওয়াত দিয়ে থাকে।

সালাফীদের দাওয়াতের লক্ষ্যঃ-

- ইসলাম সম্পর্কে মানুষকে সঠিক জ্ঞান দেওয়া।
- মানুষদেরকে কোরআন ও সহী হাদীসের পথে আহবান করা।
- বিদয়াত ,শিরক থেকে মানুষদেরকে সাবধান করা এবং তা থেকে মুক্ত করা।
- হাদীস কেন ও কিভাবে যয়ীফ ,জাল ও সহী হয় মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া।
- সকল মুসলিমদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত না হয়ে কোরআন ও সহী হাদীসের উপর আমল করার জন্য দাওয়াত দিয়ে থাকে।

সালাফীদের মুলনীতিঃ-

- ১।একমাএ অনুসরনীয় ইমাম ও নেতা হচ্ছেন মোহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ সাঃ।
- ২।সকল প্রকার সমস্যার সমাধানে কোরআন ও সহী হাদীস অনুসারে করতে হবে।
- ৩। কোরআন ও সহী হাদীসে না পেলে সাহাবাগনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে হবে।
- ৪।সাহাবাগনের সিদ্ধান্তে বা ইজমাই না থাকলে সে সকল বিষয়ে কোরআন ও হাদীস কে ভিত্তি করে আলেমগন ইজতিহাদ (শরীয়ত গবেষণা) করবেন,কোরআন বা সহী হাদীস বিরোধী ইজতিহাদ হলে চলবে না।
- ৫।কোনভাবেই ধর্মীয় ব্যাপারে দলিল ছাড়া কারো উক্তির অনুসরন করা চলবে না।

সালাফীদের বৈশিষ্ট্যঃ-

- ১।তাদের নিকট কোন কিছু পেশ করলে আগে তারা তার যাচাই করে সহী নাকি যয়িফ না জাল হাদীস।
- ২।সব কিছুর উর্ধ্বে আল্লাহ ও তার রাসুল।
- ৩।মোহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ সাঃ শেষ নাবী ও রাসুল মানা কে ইমানের অন্যতম শর্ত ।

সালাফী-মানহাজের-বৈশিষ্ট্য সমুহঃ-

- ৪।রাসুলুল্লাহ সাঃ নুরের তৈরী নন আমাদের মত মাটির তৈরী সর্বশ্রেষ্ট মানুষ ও নাবী সাঃ।
- ৫।মোহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ সাঃ ছাড়া ভুলের উর্ধ্বে কেউ নয়।
- ৬।মোহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ সাঃ এর ৪ খলিফাকে খুলাফায়ে রাশেদীন বলে বিশ্বাস করা।
- ৭।আল্লাহ নিরাকর নয় ও আরশে সমাহীন।
- ৮।যতবড় জ্ঞানী বা শক্তিশালী ব্যাক্তি হোক না কেন কোরআন ও সহী হাদীসের বিপরীত হলে তার কথা মানে না আর কোরআন ও সহী হাদীসের পক্ষে হলে গোলামের মত মানে।
- ৯।ইমান বাড়ে ও কমে বলে বিশ্বাস করে।
- ১০।আবু হানীফা (রহ),ইমাম মালেক (রহ),ইমাম শাফেয়ী (রহ),ইমাম আহমাদ (রহ) ৪ ইমাম কে আমরা শ্রদ্ধা করি।
- ১১।কারও তাকলীদ বা অন্ধ অনুসরন করে না।
- ১২।শুধু সহীহ হাদিসকেই আমলের যোগ্য মানে ।
- ১৩।ইলমে গায়েবের কথা একমাত্র আল্লাহ জানে।
- ১৪।মির্জা আহমেদ কাদিয়ানী কে অমুসলিম মানে।
- ১৫।এক সাথে ৩ তালাক দিলে এক তালাক গন্য হবে।

সালাফী সম্পর্কে ভুল ধারনাঃ-

১।অনেকে মনে করে এরা সালাফী ও শাফেয়ীরা এক মত

- ২।অনেকে মনে করে সালাফীরা মাযহাব মানে না মানে লা মাযহাব (নেই মাযহাব)হ্যাঁ সালাফীরা বানোয়াট মাযহাব মানে না ।কারন ৪ ইমাম কখনই বলেননি তোমরা আমাদের অনুসরন করো কিন্তু তারা বলে গেছে নবী সাঃ কে অনুসরন করতে।আর মাযহাব মানার কোন আদেশ পবিত্র কোরআন ও সহী হাদীসে নাই।
- ৩।অনেকে মনে করে মুহাম্মদ বিন আঃ ওহাবের শির্ক ও বিদআতের বিরুদ্ধে আন্দোলন।আর সালাফী এর মতবাদ আজ থেকে ২০০ শত বছর আগে সৃষ্টি হয়েছে।

সালাফীরা কি লা মাযহাব?

- সালাফীরা মুসলিম।সালাফীরা ১০০% হানাফী,১০০% শাফেঈ,১০০%মালেকী,১০০% হাম্বলী।
- সালাফীদের চোখে মাযহাবঃ-
- মাযহাব অল্প কয়টি যেমন – ইসলাম মাযহাব,হিন্দু মাযহাব,খ্রিষ্টান মাযহাব,বৌদ্ধ মাযহাব ইত্যাদি।

সালাফীদের ভয়ঃ-

- সালাফীরা শিরিক ,বিদয়াত ও ইসলামের নিষিদ্ধ কাজ গুলোকে ভয় পায়,আর দুর্বল ও যয়িফ হাদীস অনুযায়ী আমল করতে ভয় পায়।

সালাফীদের অন্যতম বৈশিষ্টঃ-

- অধিকাংশ সালাফীরা ওয়াজ মাহফিলে বা কিছু বলতে গেলে কোরআন ও সহী হাদিসের দলিল সহকারে বলে থাকে।কোন সুরা কোন আয়াত কত নং হাদীস সহকারে বলে।
- সালাফীরা অধিকাংশ লোক দাঈ (ইসলামের দাওয়াত দেই যারা তাদের দাঈ বলে)

সালাফীরা কি সমস্যা না সমাধান?

- ১।সালাফীরা সকলেই কোরআন ও সহী হাদীস পড়ে।এ জন্য কোন ওয়াজ মাহফিলে বা কোন অনুষ্ঠানে সালাফীরা গেলে কোন আলেম কোন যইফ হাদীস বা জাল হাদীস বর্ননা করলে সালাফীরা বুঝতে পারে এবং তা কারও সাথে বর্ননা করলে তারা বিরোধিতা করে থাকে আর বলে থাকে তুমি বেশি বুঝ তুমি আলেম হইছ ।আসলে সমস্যা হল কোরআন ও হাদীসের জ্ঞান কম।যারা সামনে বসে ওয়াজ শুনে তারা জানেই না আসলে বক্তা সাহেব কি বলছে ভুল না সঠিক।
- ২।সালাফীরা প্রতিবাদ করে থাকে।
- ৩।অধিকাংশ সালাফীরা দাঈ (দাঈ যারা ইসলামের দাওয়াত দিয়ে থাকে)

- ৪।সালাফীদের সহী হাদীসের আলোকে দাওতের কারনে অনেক আলেমদের পর্দা ফাস হয়ে যাচ্ছে (বিশেষ করে পীরপন্থি) মানে তারা যে নকল করে পাশ করে আলেম হয়েছে তার একটা প্রমান মানুষ বুঝতে পারছে।(কিন্তু এইদেশে অনেক বই আছে যাতে অনেক দুর্বল ও জাল হাদীস সহকারে ছাপা রয়েছে ফলে তাদের সকলের দোষ দেওয়া ঠিক না)
- ৫।সালাফীরা পীর বিরোধী কারন পীররা মুসলিমদেরকে ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ করেছে।
- ৬।সালাফীরা কবর পাকা বা উচু করা বিরোধী ।কারন মুসলিম শরীফ ১ম খন্ড ৩১২ পৃঃ ও মেসকাত ১৪৮ পৃঃ

সব মুসলিম কি সালাফী নই?

- *আপনি কি নিজের পরিচয় দিবেন সালাফী বলে?নাকি মুসলিম বলে?*
- নিষ্চয় মুসলিম পরিচয় দিবেন ,আর সালাফী পরিচয় দিবেন দাঈ হিসাবে।
- কে চায় না কোরআন ও সহী হাদীস মেনে চলতে সাহাবা,তাবেঈন,তাবে-তাবেঈন দের মত করে?
- কে চায় না দাঈ হতে?কারন ইসলামের দাওয়াত না হলে ধ্বংস আর ইসলামের দাওয়াত দেওয়া ফরজ।
- কে চায় না আমলে সলেহ বা সঠিক আমল করতে?
- কে চায় না বাছাই করতে হাদীস যয়ীফ না সহী না দুর্বল?
- কে চায় না জানতে ,সে ইসলামের কোন পথে আছে ঠিক পথে নাকি ভুল পথে?
- কে চায় না কোরআন ও সহী হাদীসের আলোকে নিজের জীবন গড়তে?
- যদি আপনি এগুলো চান বা মেনে চলেন তাহলেতো আপনি সালাফী।
- যদি আপনি তাকলীদ বা গোড়ামী করেন আর অন্ধ অনুসরন করেন তাহলে আপনি সালাফী নন।

➢ *সালাফী মতবাদের মূল ভিত্তি কি ?*

- **মুসলিম জাতির মত বা পথ একটিই।** সেটা হল সহজ সরল সোজা পথ। যে পথ সম্পর্কে বলতে যেয়ে একদিন রাসূল (সঃ) একটা সরল রেখা আঁকলেন এবং তার ডান দিকে দুটি এবং বাম দিকে দুটি রেখা আঁকলেন। অতঃপর তিনি তাঁর হাতকে মধ্য রেখায় রেখে বললেনঃ “এটাই আমার পথ। এটাই আমার সোজা পথ, তোমরা এই পথেরই অনুসরণ কর এবং অন্য পথ সমূহের অনুসরণ করো না। যদি কর তবে তা আল্লাহর সোজা পথ হতে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করে দিবে।” {ইবন মাজাহ/১১}
- মুসলিম জাতির মাযহাব একটিই তা হলো ইসলাম / যারা একমাত্র মাযহাব ইসলামকে ভেঙ্গে চৌচির করেছে তারা ধৃষ্টতার পরিচয়ই দিয়েছে। কারণ তাদের আল্লাহর রাসূলের (সঃ) সাথে কোন সম্পর্ক নেই। তাদের দায় দায়িত্ব আল্লাহর নিকট।
- আল্লাহ তায়ালা বলেন:
- “যারা নিজেদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে নিজেরাই নানা দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের কোনো দায়িত্বই তোমার ওপর নেই; তাদের (ফয়সালার) ব্যাপারটা আল্লাহ তায়ালার হাতে, (যেদিন তারা তাঁর কাছে ফিরে যাবে) তখন তিনি তাদের বিস্তারিত বলবেন, তারা কে কি করছিলো।” {সূরা আল আনয়াম, আয়াত ১৫৯}
- আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:
- “ওয়া মাইয়্যাবতাগি গাইরাল ইসলামি দিনান ফালাইয়্যুকবালা মিনহু ওয়াহুয়া ফিল আখিরাতি মিনাল খাছিরিন।”

সালাফী-মানহাজের-বৈশিষ্ট্য সমুহঃ-

- "যদি কেউ ইসলাম ছাড়া (নিজের জন্যে) অন্য কোনো জীবন বিধান অনুসন্ধান করে তবে তার কাছ থেকে সে (উদ্ভাবিত) ব্যবস্থা কখনো গ্রহণ করা হবে না, পরকালে সে চরম ব্যর্থ হবে।" {সূরা আল-ই-ইমরান, আয়াত ৮৫}

➢ তাহলে সেই পথের সন্ধান কিভাবে মিলবে ?

- **নবীজি (সা:) বলেন -সর্বোত্তম যুগ হল আমার যুগ ,তারপরের যুগ(খোলফায়ে রাশেদিনের সময়ে) ,তারপরের যুগ (তাবেইন এর সময়) । (মিশকাত শরীফ)**
- আর **সালাফী** শব্দটি এসেছে 'সালাফ' (পূর্বসূরী) শব্দ হতে। যার অর্থ বুঝায় প্রথম তিন যুগের মুসলিমদের (ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও কর্ম পদ্ধতিতে) অনুসরণ করা।
-
- তাই বলা যায় প্রকৃত সালাফিদের মূল ভিত্তি হক্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর যে কেউ তাদের পুরোপুরি অনুসরণ করবে, আশা করা যায় তাঁরা মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হবে। (আমীন)

➢ সালাফীদের মুলনীতি--

- ১। একমাত্র অনুসরনীয় ইমাম ও নেতা হচ্ছেন মোহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ সাঃ।
- ২। সকল প্রকার সমস্যার সমাধানে কোরআন ও সহীহ হাদীস অনুসারে করতে হবে।
- ৩। কোরআন ও সহীহ হাদীসে না পেলে সাহাবাগনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে হবে।
- ৪। সাহাবাগনের সিদ্ধান্তে বা ইজমায় না থাকলে সে সকল বিষয়ে কোরআন ও হাদীস কে ভিত্তি করে আলেমগন ইজতিহাদ (শরীয়ত গবেষণা) করবেন, কোরআন বা সহীহ হাদীস বিরোধী ইজতিহাদ প্রমাণ হলে তা বর্জন করতে হবে।

❖ সালাফী মানহাজ এর মূলনীতি বিষয়ে আল্লামা ডঃ মুহাম্মদ বাযমুল (মক্কা) বলেন, প্রকৃত সালাফিদের মূলনীতি হলো:

- ১। আল ইখলাস।
- ২। সুন্নাহর অনুসরন (আল্লাহর রাসুল(সাঃ) কে আকিদাহ,মিনহাজ,ইবাদতের পদ্ধতি,চরিত্র এর ক্ষেত্রে ইমাম হিসেবে মানা) ।
- ৩। বিদআত এবং বিদআতিদের ব্যাপারে সতর্ক কর।
- ৪। জামাত এর সাথে একতাবদ্ধ থাকা এবং বিভক্ত না হওয়া(এবং বিভক্তি সৃষ্টি না করা)।
    - শাইখ ইবনে উসাইমীন (রহ.) এক প্রশ্নের জবাবে বলেন:
- "সালাফদের দিকে নিজেকে সম্পর্কিত করা ওয়াজিব, যেহেতু তাঁরা (সালাফগণ) সেটাই অনুসরণ করেছেন যা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুসরণ করেছেন। আর নিজেকে সালাফি বলা যদি উদ্দেশ্য হয় এর দ্বারা দল প্রতিষ্ঠা করা, অর্থাৎ কোন দলের সাথে সম্পৃক্ত করা তাহলে আমরা এসব দলের বিরুদ্ধে লড়াই করি। আমাদের কাছে ওয়াজিব হল মুসলিম উম্মাহকে হতে হবে একই দল রসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের পথ অনুযায়ী। যদি কেউ সালাফি বলে এটা উদ্দেশ্য করে যে 'সালাফদের অনুসরণ, দল প্রতিষ্ঠা নয়' তাহলে এটা হক্ব, সঠিক।"
- শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদ এক প্রশ্নের জবাবে বলেন,"কেউ যদি তার চলার পথকে স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে এবং নতুন আবিষ্কৃত মতবাদ হতে আলাদা বুঝাতে নিজেকে সালাফী পরিচয় দেয় এতে কোন সমস্যা নেই। তবে মুসলিম জামাত হতে নিজেকে আলাদাভাবে দলীয়করণ নিষেধ।"

- ## সালাফী, আহলে হাদীছ ইত্যাদি নাম ধারণ সম্পর্কে মাননীয় শাইখ বিন বায (রহ.) এর বক্তব্য

আল হামদুলিল্লাহ- আমাদের এই যুগে অনেক 'জামাআত' আছে যারা মানুষকে হকের প্রতি আহবান জানিয়ে থাকে। যেমন আরব উপদ্বীপে সৌদী সরকার, অনুরূপভাবে ইয়ামান, গালফের দেশ সমূহে, মিশর ও শামে, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা, ভারত উপমহাদেশসহ পৃথিবীর

বিভিন্ন দেশে অনেক জামাআত, ইসলামী সেন্টার, ইসলামী সংস্থা আছে যারা মানুষকে হকের পথে আহবান করে, হকের সুসংবাদ প্রদান করে এবং বাতিল থেকে মানুষকে সতর্ক করে।

- অতএব সত্য অনুসন্ধানকারী মুসলিমের উপর আবশ্যক হচ্ছে, সে যেখানেই থাকুক এই 'জামাআত'গুলো খুঁজে বের করবে। যখন সে এমন জামাআত বা ইসলামী সেন্টার বা জমঈয়ত ইত্যাদি পাবে, যারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সা.এর সুন্নাতের প্রতি দাওয়াত দেয়, তখন তাদের অনুসরণ করবে এবং তাদের সাথেই থাকবে।
- যেমন: সুদান ও মিশরে আছে 'আনসারুস সুন্নাহ'। ভারত উপমহাদেশে আছে 'আহলে হাদীছ'। এছাড়া আরো অন্য দেশে বিভিন্ন 'জামাআত' আছে যারা মানুষকে আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সা.এর সুন্নাতের প্রতি আহবান জানায়। দাওয়াত দেয় এক আল্লাহর ইবাদতকে তাঁর জন্যে খালেস ও নির্ভেজাল করার। কবর পুজারী ও অন্যান্য বাতিল ফিরকার মত তাঁরা আল্লাহর সাথে শিরকের দিকে মানুষকে আহবান করে না। (মাজমূ ফাতাওয়া- শাইখ বিন বায ৮/১৮১)
  - সম্মানিত শাইখ বলেছেন,
- এই সমস্ত জামাআতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল: দেখতে হবে তাদের আকীদা ও আমল। যদি সত্যের উপর মুস্তাকীম থাকে, তাওহীদ ও ইখলাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, কথা-কাজ ও আমলের দিক থেকে রাসূল সা.এর প্রকৃত অনুসারী হয়, তবে এই নামগুলোতে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু তাঁরা যেন আল্লাহকে ভয় করে চলে এবং সে ব্যাপারে সত্যবাদী হয়।
-
- তাদের মধ্যে কেউ যদি নিজেদের জামাতের পরিচয়ের জন্য নাম রাখে 'আনসারুস সুন্নাহ' বা কেউ নাম রাখে 'সালাফী' বা কেউ নাম রাখে 'আহলে হাদীছ' অথবা কেউ নাম রাখে 'উমুক জামাআত'.. এগুলোতে কোন সমস্যা নেই যদি তারা সত্যের পথে চলে। হকের উপর মুস্তাকীম থাকে থাকে। আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নাতের অনুসরণ করে এবং এ দুটি থেকেই যাবতীয় ফায়সালা গ্রহণ করে। আর এ দুটির ভিত্তিতে আকীদা, কথা ও আমলে মুস্তাকীম থাকে।
-
- এই জামাআতগুলোর মধ্যে কেউ যদি কোন বিষয়ে ভুল করে, তবে আহলে ইলমের তথা উলামাদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে তাদেরকে সতর্ক করা এবং দলীল ভিত্তিক তাদেরকে হকের নির্দেশনা দেয়া।
-
- **মূল কথা হচ্ছে,** আমরা অবশ্যই পূণ্য ও তাকওয়ার ভিত্তিতে পরস্পরকে সহযোগিতা করব। আমাদর পরস্পরের সমস্যাগুলো ইলম, হিকমত ও উত্তম পন্থায় সমাধান করব। এই জামাআতগুলোর মধ্যে কোথাও যদি আকীদা সংক্রান্ত, ফরয বা হারাম সংক্রান্ত বিষয়ে কোন ভুল পরিলক্ষিত হয়, তবে শরীয়তের দলীল উল্লেখ করে নম্র ভাষায়, হিকমতের সাথে ও উত্তম পন্থায় তাদেরকে সতর্ক করব। যাতে করে তাঁরে হকের দিকে ফিরে আসে এবং তা কবুল করে। এমন ব্যবহার করব না যাতে তারা পালিয়ে যায়। ইসলামের অনুসারীদের উপর এটাই হচ্ছে ওয়াজিব যে, তারা পূর্ণ ও তাক্বওয়ার ভিত্তিতে পরস্পরকে সহযোগিতা করবে। পরস্পরকে নসীহত করবে।
-
- পরস্পরকে অপমানিত ও অপদস্থ করবে না, যাতে শত্রুরা তাদের বিরুদ্ধে সুযোগ পেয়ে যায়। (মাজমূ ফাতাওয়া- শাইখ বিন বায ৮/১৮৩)
- অনুবাদক: শাইখ আব্দুল্লাহ আল কাফী
- লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সউদী আরব
- দাঈ ও গবেষক, জুবাইল দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, সউদী আরব।

✓ আক্বীদা, সালফে সালেহীন ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সংজ্ঞা

-

সালাফী-মানহাজের-বৈশিষ্ট্য সমূহঃ-

- আক্বীদার অর্থঃ আভিধানিক দিক থেকে; আক্বীদাহ শব্দ উৎকলিত হয়েছে, আক্বদুন, তাওছীক্বুন, ইহকামুন ইত্যাদি শব্দ থেকে।
- অর্থাৎ: বাঁধা, দৃঢ় করা ইত্যাদি।
- পারিভাষিক অর্থে আক্বীদাহ বলতে বুঝায়ঃ সন্দেহাতীত প্রত্যয় এবং দৃঢ় বিশ্বাসকে।
-
- আবার কেউ কেউ বলেছেনঃ বান্দা যে বিশ্বাস ও দ্বীন ধারণ করে তাকে আক্বীদাহ বলে।
- সুতরাং ইসলামী আক্বীদাহ বলতে বুঝায়ঃ আল্লাহর উপর, ফিরিশতামন্ডলী, আসমানী কিতাবসমূহ, সকল রাসূল, ক্বিয়ামত দিবস, এবং তাকদীরের ভাল ও মন্দ, কুরআন ও হাদীসে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত সকল গায়েবী বিষয় এবং নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত সকল তত্বমূলক বা কর্মমূলক বিষয়ের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা।
-
- **সালফে সালেহীন (সৎ পূর্বসূরী) কারাঃ**
- সালফে সালেহীন বলতে বুঝায় প্রথম তিন স্বর্ণযুগের লোকদেরকে, তথা; সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীন এবং আমাদের সম্মানিত হেদায়েতপ্রাপ্ত ইমামগণ।
- সুতরাং পরবর্তীতে তাদের অনুসরণকারী এবং তাঁদের পথ অবলম্বনকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁদের প্রতি সম্বোধন করতঃ সালাফী বলা হয়।
- আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতঃ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত বলা হয়; ঐ সমস্ত ব্যক্তিদেরকে যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামদের অনুরূপ পথের অনুসারী।
-
- তাদেরকে আহলুস সুন্নাহ বলার কারণ হল; তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের উনুসারী এবং তাঁর সুন্নাতের অনুগত।
- আর তাদেরকে আল-জামাআত বলার কারণ হল; তাঁরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে, দ্বীনের ব্যাপারে বিচ্ছিন্ন না হয়ে হেদায়েত প্রাপ্ত ইমামদের ছত্রছায়ায় একত্রিত হয়েছেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হননি। এতদ্বতীত যে সমস্ত বিষয়ে আমাদের পূর্বসূরী সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনগণ একমত হয়েছেন তাঁরা তার অনুসরণ করে। এ সমস্ত কারণেই তাদেরকে আল-জামাআত বলা হয়।
- এছাড়াও রাসূলের সুন্নাহর অনুসারী হওয়ার কারণে কখনও তাদেরকে আহলুল হাদীস, কখনও আহলুল আসার, কখনও অনুকরণকারী দল, কখনও আল ফিরকাতুন নাজিয়া বা সফলতা লাভকারী দল, কখনও আত্-ত্বয়ীফাতুল মানসূরাহ বা সাহায্যপ্রাপ্ত দল বলেও আখ্যায়িত করা হয়।

আহলুছ ছুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অনুসৃত পথ কোনটি?

- ইমাম আল আওযা'য়ী বলেছেন:- " তুমি অবশ্যই ছালাফে সালিহীনের বর্ণনা ও কথা-বার্তাকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করো যদিও মানুষ তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে। অন্যান্য মানুষের রায় বা অভিমত তা যতই সুন্দর ও সাজানো গুছানো হোক না কেন, তথাপি তুমি তা গ্রহণ ও অনুসরণ থেকে পূর্ণ সাবধান ও দূরে থেকো। তাহলে এক পর্যায়ে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে যাবে যে, তুমি যে পথের উপর রয়েছ সেটাই হলো সরল সঠিক পথ" ।১
-
- নিশ্চয়ই আল্লাহ 7 রাছূল মুহাম্মাদকে (1) এমন এক সময় প্রেরণ করেছিলেন, যখন মানব জাতি চরম অজ্ঞতা ও অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। যখন তাদের মধ্যে এক সুদীর্ঘ সময় আল্লাহ প্রেরিত কোন নাবী-রাছূলের আগমন ঘটেনি। মানুষ যখন চরম দ্বন্ধ-সংঘাতে পরস্পর বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। যখন তারা তাদের দ্বীন সম্পর্কে কিছুই জানত না, বরং ধর্মীয় বিষয়ে তাদের দালীল-প্রমাণ ছিল একমাত্র তারাই; যাদেরকে তারা আল্লাহ ভিন্ন উপাস্য তথা মা'বুদ সাব্যস্ত করে নিয়েছিল।
-
- এ সম্পর্কে ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন:-
- بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ.২
- অর্থাৎ- বরং তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণকারী।৩
-
- যখন মানুষ নিজেদের মধ্যকার বিবাদ-বিসম্বাদ নিরসনের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের রায় ও ফায়সালার উপর এবং এমন কতক বিধি-বিধানের উপর নির্ভর করতো, যে সম্পর্কে আল্লাহ কোন ছনদ বা প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি; যে রায় বা বিধানের কোনরূপ গ্রহণযোগ্যতা আল্লাহ্‌র কাছে নেই। এমতাবস্থায় আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাঁর রাছূল মুহাম্মাদকে পাঠিয়ে দিশেহারা, বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট মানুষকে হিদায়াত তথা সঠিক পথের দিশা দান করলেন। আল্লাহ 0 তাঁর রাছূলের (1) মাধ্যমে বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন, দ্বন্ধ-সংঘাত আর রক্তের হুলিখেলায় মত্ত একটি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করলেন। যার ফলে মানুষ এই দ্বীনে ইছলামের সুশীতল ছায়াতলে খাঁটি তাওহীদী 'আকীদাহ-বিশ্বাস নিয়ে শান্তিময় জীবন যাপন করতে শুরু করল। তারা এক আল্লাহ্‌র (b) 'ইবাদাত করতে লাগল। ইছলামের হিদায়াত লাভের পর তারা আল্লাহ 7 ব্যতীত আর কাউকে ভয় পেত না। নিজেদের দ্বীনী ও দুন্ইয়াওয়ী বিষয়ে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাছূলের বিধান ও ফায়সালা ব্যতীত অন্য কারো বিধান বা ফায়সালার আশ্রয় গ্রহণ করতো না। এই

সালাফী-মানহাজের-বৈশিষ্ট্য সমূহঃ-

উম্মাতের জন্য আল্লাহ 0 প্রবর্তিত বিধি-বিধান রাছূলের (1) প্রতি "ক্বোরআন" ও "ছুন্নাহ" এ দু'প্রত্যাদেশের মাধ্যমে নাযিল হতো। রাছূল 1নিজের খেয়াল-খুশিমতো কিছু বলতেন না। বরং অহীর মাধ্যমে তাঁর প্রতি যা নাযিল হতো, তিনি শুধু তা-ই বলতেন। আল্লাহ 0 স্বীয় নাবীকে ততক্ষণ পর্যন্ত দুন্ইয়া থেকে বিদায় দেননি, যতক্ষণ তিনি (আল্লাহ 7) মানবজাতির জন্যে দ্বীনে ইছলামকে পরিপূর্ণ ও সম্পন্ন করেননি।

- ইছলামকে পরিপূর্ণ ও সম্পন্ন করে দেয়ার পর রাছূল এর ওফাতের মাত্র কয়েকমাস পূর্বে তাঁর বিদায় হাজ্জের সময় আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন:-
- الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا.8
- অর্থাৎ- আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণতা দান করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নি'মাত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইছলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।৫
- দ্বীনে ইছলামের পূর্ণতা ও চূড়ান্ততা প্রাপ্তি হলো এই উম্মাতের প্রতি আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের এক সুমহান নি'মাত, যা তিনি এই আয়াতে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন। মুছলমান জাতি উল্লেখিত সুমহান আয়াতের অধিকারী ও দাবিদার হওয়ার কারণেই ইয়াহূদীরা মুছলমানদের প্রতি হিংসা পোষণ করে থাকে। এ সম্পর্কে সাহীহ্ বুখারী ও সাহীহ্ মুছলিমে 'উমার 3 হতে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, তিনি বলেন- এক ইয়াহূদী ব্যক্তি বলল-
- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ، لاَتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا. قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا.৬
- অর্থ- হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনাদের কিতাবে (আল ক্বোরআনে) এমন একটি আয়াত রয়েছে, যে আয়াতটি আপনারা পাঠ করে থাকেন, যদি সে আয়াত আমরা ইয়াহূদী জাতির প্রতি নাযিল হতো, তাহলে এ আয়াত নাযিলের দিনটিকে আমরা 'ঈদের দিন বলে গণ্য করতাম। 'উমার 3লোকটিকে বললেন- তুমি কোন আয়াতের কথা বলছো? লোকটি বললো- সে আয়াতটি হলো-
- الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا.৭
- এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে 'আব্বাছ h বলেছেন- এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তাঁর নাবী এবং মু'মিনদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি তাদের জন্য তাদের দ্বীন তথা জীবন বিধানকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। তাই কখনো তাতে আর কোনকিছু সংযুক্ত বা বৃদ্ধিকরণের আদৌ প্রয়োজন হবে না। এবং যেহেতু তিনি ইছলামকে সুসম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত করে দিয়েছেন, সুতরাং তিনি তা থেকে বিন্দুমাত্র কিছু হ্রাস বা বিয়োজন করবেন না এবং যেহেতু তিনি ইছলামকে আমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে (চূড়ান্তভাবে) পছন্দ ও মনোনীত করেছেন, তাই তিনি আর কখনো সেটাকে অপছন্দ (বাতিল) করবেন না।৮
- এমনিভাবে রাছূল অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর উম্মাতকে অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট পথের উপর রেখে গেছেন। একমাত্র অনিবার্য ধ্বংসশীল ব্যতীত আর কেউই এই সরল-সঠিক, সুস্পষ্ট পথ থেকে বিচ্যুত হবে না।
- এ সম্পর্কে আবুদ্ দারদা থেকে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, রাছূল 1 বলেছেন:-
- وَايْمُ اللَّهِ، لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ.৯
- অর্থাৎ- আল্লাহ্র শপথ, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে ধবধবে সাদা বস্তুর মত সুস্পষ্ট দ্বীনের উপর রেখে গেলাম, যার দিবা-রাত্রি সমান (অর্থাৎ তাতে অস্পষ্টতা ও অন্ধকার বলতে কিছু নেই)।১০
- হাদীছটি বর্ণনা করার পর আবুদ্ দারদা বলেছেন- সত্যিই আল্লাহ্র ক্বছম! রাছূল আমাদেরকে ধবধবে উজ্জল, সাদা এমন এক প্রামাণ্য দ্বীনের উপর রেখে গেছেন, যার মধ্যে দিবা-রাত্রি সমান (অর্থাৎ যে দ্বীন তথা ধর্মের যাবতীয় বিষয় দিবালোকের মত সুস্পষ্ট-সমুজ্জ্বল)।
- এতদ্বিষয়ে অনুরূপ একটি হাদীছ 'ইরবায ইবনু ছারিয়াহ 3 রাছূল 1 থেকে বর্ণনা করেছেন।
- যেহেতু একথা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত যে, দ্বীন ইছলাম পূর্ণাঙ্গ-পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত হয়ে গেছে, সুতরাং ইছলাম বহির্ভূত কোন বিষয় ইছলামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা, কিংবা আল্লাহ ও তাঁর রাছূলের নির্দেশিত ও র্নিধারিত পথ-পন্থা ও পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোন পথ-পন্থা ও পদ্ধতিতে আল্লাহ্র 'ইবাদাত করা কোন মুছলমানের জন্য জায়িয নয়।

-
- বরং প্রত্যেক মুছলমানের অবশ্য কর্তব্য হলো আল্লাহ ও তাঁর রাছূলের নির্দেশের প্রতি আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য করা, সাথে সাথে ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্‌র অনুসরণ করা এবং দ্বীনের মধ্যে নতুন কোন পথ, প্রথা বা পদ্ধতি (তা যত সুন্দরই মনে হোক না কেন, কিংবা যত সুন্দর করেই তা উপস্থাপন করা হোক না কেন) প্রবর্তন না করা। কেননা দ্বীন পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত হয়ে গেছে। তাই এখন আর দ্বীন বহির্ভূত কোন বিষয়-বস্তু, বাহ্যত: যত ভালো মনে হোক না কেন, তথাপি তা দ্বীন বলে গণ্য হবে না, বরং সেটা হবে বিদ'আত, বিভ্রান্তি ও বিপথগামীতা। যেমন- ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ 7 ইরশাদ করেছেন:-
- فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ.১১
- অর্থাৎ- সত্যের পরে গুমরাহী ব্যতীত আর কি থাকতে পারে?১২
- ১. আল মাদখাল লিল ইমাম আল বায়হাক্বী, পৃষ্ঠা নং- ২৩৩। শারাফু আসহাবিল হাদীছ লিল খতীব আল বাগদাদী, পৃষ্ঠা নং- ৬। জামি'উ বয়ানিল 'ইল্‌ম লি ইবনে 'আব্দিল বার্‌, ভলিয়ম নং ১, পৃষ্ঠা নং- ১৭০১। এবং আশ্‌শারী'আহ লিল আ-জুরী, পৃষ্ঠা নং- ১১৯।
- ২. سورة الزخرف- ٢٢
- ৩. ছূরা আয্‌যুখরুফ- ২২
- 8. سورة المائدة- ٣
- ৫. ছূরা আল মা-য়িদাহ- ৩
- ৬. متفق عليه
- ৭. সাহীহ্‌ বুখারী ও সাহীহ্‌ মুছলিম
- ৮. দেখুন! তাফছীরে ইবনে কাছীর, ভলিয়ম নং- ২, পৃষ্ঠা নং- ১২
- ৯. سنن إبن ماجه, السنة لإبن أبي عاصم
- ১০. ছুনানু ইবনে মাজাহ। আছ্‌ছুন্নাহ লি ইবনে আবী 'আসিম
- ১১. سورة يونس- ٣٢
- ১২. ছূরা ইউনুছ- ৩২

"সালাফী মানহাজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য"

- .আমরা এমন এক সময়ে অবস্থান করছি, যখন চারিদিক থেকে নানামুখী ফিৎনা ঝড়ো হাওয়ার মত বয়ে চলেছে। দ্বীনের নামে নিত্যনতুন দল, মত, ফেরকার আনাগোনা বেড়েই চলেছে। ফলে ইসলামের সঠিক রূপরেখা খুঁজে পাওয়া যেন দুষ্কর হয়ে পড়েছে। সঠিক মানহাজের ও বিচ্যুত মানহাজের সমীকরণ মিলানো যেন দিনদিন অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। রাসূল স. ভবিষৎবাণী করে বলেছেন,
- فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا
- তোমাদের কেউ বেঁচে থাকলে অচিরেই হাজারো ইখতিলাফ দেখতে পাবে।
- (আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহসহ আরো অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ)
- রাসূল স. আরও বলেন,
- إني أمتي ستفترق على ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النار
- "আমার উম্মাত অচিরেই ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। একটি দল ব্যতীত সব দলই জাহান্নামি।
- তবে রাসূল স. এতো সব অন্ধকারের মধ্যেও আশার আলো দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। এসব অন্ধকার ও বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকার উপায় জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন,
- تركت فيكم أمرين، لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي.
- আমি তোমাদের মাঝে দুইটা জিনিস রেখে গেলাম। তা আঁকড়ে ধরে থাকা পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবেই না। তা হল: কিতাব ও সুন্নাহ।

➢ **সালাফদের বুঝ অনুযায়ী ইসলাম বুঝতে হবে---**========================

- সকল মুসলিম, সমস্ত ফেরকাসহ সবাই দাবি করে, আমরা কুর'আন ও সুন্নাহ মেনে চলি। তারপরও কেন এতো দলাদলি, ফেরকাবাজি ও বিভ্রান্তি? এসবের মূলে হচ্ছে, কুর'আন ও সুন্নাহ সালাফদের বুঝের আলোকে না বুঝে নিজেদের বুঝ ও বিবেকের আলোকে বুঝা। অথচ কুর'আন ও সুন্নাহ বুঝতে হবে সালাফদের বুঝের আলোকে। নিজের বুঝ ও খেয়ালখুশি অনুযায়ী কুর'আন ও সুন্নাহ বুঝার কোন সুযোগ নেই; বরং সালাফদের বুঝের আলোকে বুঝা অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন,
-
- وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا

সালাফী-মানহাজের-বৈশিষ্ট্য সমুহঃ-

- যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান। (সূরাহ নিসা, ১১৫)
- এ আয়াতে আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, কেউ যদি সালাফদের বুঝে ও মানহাজে কুর'আন-সুন্নাহ না বুঝে, তাদের পথে না চলে তবে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। তাই জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে, সালাফদের বুঝের আলোকে ইসলাম বুঝা।
-
- আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যারা সালাফদের বুঝ গ্রহণ করে ও তাদের মানহাজের ওপর চলে তারা জান্নাতি। আল্লাহ বলেন,
- وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ."
- "মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম সারির অগ্রণী, আর যারা তাদেরকে যথাযথ অনুসরণ করেছে; আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তাদের জন্য তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাত, যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই মহাসাফল্য।"
- [সূরাহ্ তাওবাহ্: ১০০]
- রাসূল স.-ও জানিয়ে দিয়েছেন যারা সাহাবী তথা সালাফদের মানহাজে চলবে তারা সঠিক পথের ওপর অবিচল থাকবে। তিনি বলেন,
- من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي
- "সে দল ব্যতীত যারা আমার ও আমার সাহাবীদের মানহাজের/পদ্ধতির ওপরে রয়েছে তারা বিভ্রান্ত জাহান্নামী ৭৩ ফেরকার দলভুক্ত হবে না।
- ✍ **ইমাম ইবনু কুদামাহ্ (রহিমাহুল্লাহ্) বলেছেন,**
- " فمن أحب الكون مع السلف في الآخرة، وأن يكون موجودا بما وعدوا به من الجنات والرضوان؛ فليتبعهم بإحسان، ومن اتبع غير سبيلهم؛ دخل في عموم قوله تعالى:- وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا."
- "যে ব্যক্তি পরকালে সালাফদের সাথে থাকতে এবং তাঁদেরকে যে জান্নাত ও সন্তুষ্টির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা নিজের জন্য পেতে চায়, সে যেন তাদের যথাযথভাবে অনুসরণ করে। আর যে তাঁদের পথ ভিন্ন অন্য কোন পথের অনুসরণ করে সে আল্লাহ্ তা'আলার এই ব্যাপক বিধানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, "যে ব্যক্তি সত্য পথ প্রকাশিত হওয়ার পরও রসূলের বিরোধিতা করে এবং মু'মিনদের পথ বাদ দিয়ে ভিন্ন পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে সে পথেই ফিরাব যে পথে সে ফিরে যায়, আর তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাব; কতই না মন্দ সে গন্তব্যস্থল!" (সূরাহ্ নিসা: ১১৫)" (যাম্মুত তা'বীল, পৃষ্ঠা: ১০)
- .
- সালাফদের মানহাজ পূর্ণাঙ্গ========================
- সালাফের মানহাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে, তাদের মানহাজ পূর্ণাঙ্গ; কোন ত্রুটি ও বিচ্যুতি নেই। তাদের মানহাজ ছাড়া বাকি মানহাজ অপূর্ণাঙ্গ, বিচ্যুত ও বিভিন্ন ভ্রষ্টতায় টুইটম্বর।
- **ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাহি. বলেন,**
- لا يكاد شيء إلا ويوجد فيه عن أصحاب النبي.
- হয়তো এমন কোন জিনিস পাওয়া যাবে না যে-ব্যাপারে সাহাবীদের মত পাওয়া যাবে না। (মাসায়িলুল ইমাম আহমাদ বি-রিওয়ায়াতি আবী দাউদ, ২৭৭)
- সালাফদের মানহাজ পূর্ণাঙ্গ ও বিচ্যুতমুক্ত হওয়ার কারণে হচ্ছে, সালাফদের প্রথম প্রজন্ম তথা সাহাবীগণ সরাসরি রাসূল স.-এর পবিত্র হাতে গড়ে ওঠে। দ্বিতীয় প্রজন্ম গড়ে ওঠে রাসূল স.-এর ছাত্রের হাতে। আর তৃতীয় প্রজন্ম গড়ে রাসূল স. এর ছাত্রের ছাত্রের হাতে। তাই তাদের মানহাজ কিয়ামত পর্যন্ত সকল স্থানকাল ও পাত্রের উপযুক্ত। এ প্রসঙ্গে ইমাম মালেক রাহি. বলেন,
- لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلحها.
- এই উম্মাহর শেষ প্রজন্ম মূল প্রজন্ম ছাড়া সঠিক থাকতে পারবে না।
- .✍ **তাইতো ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাহি. বলেছেন,**
- لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام.
- তুমি এমন মাস'আলার ব্যাপারে মুখ খুলো না যে মাস'আলায় তোমার কোন ইমাম নেই।
- (ইবনুল জাওযী, মানাকিবু ইমাম আহমাদ, ১৭৮)
- .
- সালাফদের বুঝ ও মানহাজকে অতিক্রম করা যাবে না==
- সালাফগণ মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তারাই ইসলামকে শতভাগ সঠিকভাবে বুঝেছেন। তাদের বুঝ ছিল নিষ্কলুষ ও বিশুদ্ধ। তাদের মানহাজ ছিল ইসলামের সঠিক রূপরেখা নির্ভর। তাদের অন্তর ছিল যাবতীয় কদর্য মুক্ত। তাই তারা যেভাবে ইসলাম বুঝেছেন সেভাবেই উম্মাহকে ইসলাম বুঝতে হবে। তাদের বুঝকে অবজ্ঞা ও অতিক্রম করার কোন সুযোগ নেই। সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. বলেন,

সালাফী-মানহাজের-বৈশিষ্ট্য সমূহঃ-

- من كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقهم علما، وأقلهم تكلفا، أقومها هديا، وأحسنهم حالا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، وإقامة دينه، فأعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم، فإنهم على الهدى المستقيم.
- কেউ যদি তৃপ্তিসাধন করতে চায় সে যেন রাসূল স. এর সাহাবীদের মাধ্যমে তৃপ্তিসাধন করে। কারণ, এই উম্মাহর মধ্যে তারা সবচেয়ে পুণ্যবান, সবচেয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী, সবচেয়ে কম ভানকারী, সর্বাধিক হেদায়াতপ্রাপ্ত ও সবচেয়ে উত্তম অবস্থার অধিকারী। আল্লাহ তাদেরকে তাঁর নবী স.-এর সাহচর্যের ও তাঁর দ্বীন কায়েমের জন্য পছন্দ করেছেন। অতএব তোমরা তাদের যথাযথ মর্যাদা জেনে নাও এবং তাদের পদাঙ্কানুসারণ করো। কারণ, তারা সঠিক হেদায়াতের ওপর ছিলেন।
- ✍ **ইমাম আওযাঈ রাহি. বলেন,**
- واصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم.
- তুমি নিজেকে সুন্নাহর ওপর কায়েম রাখ, সালাফগণ যেখানে থেমেছেন তুমিও সেখানে থাম এবং সালাফগণ যা বলেছেন তুমিও তাই বল। তুমি তোমার সালফে সালেহীনের পথে চল। সালাফদগণের জন্য যা যথেষ্ট ছিল তা তোমার জন্যও যথেষ্ট। (লালকায়ী, আল-ই'তিকাদ, নং ৩১৫; হিলায়াতুল আওলিয়া, ৮/২৫৪)
- ✍ **ইমাম আবূ হাতেম রাযি রাহি. বলেন,**
- مذهبنا واختيرنا: اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه والتابعين، والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبدالله أحمد بن حنبل.
- আমাদের মতাদর্শ ও চাওয়া-পাওয়া হচ্ছে, রাসূল স.-এর, তাঁর সাহাবীদের ও তাবেয়ীদের অনুসরণ করা এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাহি.-এর মত আহলে আসারদের মতাদর্শকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা। (লালকায়ী, আল-ই'তিকাদ, ১/১৭৯)
- .
- **মুসলিম উম্মাহর বিভক্তি এবং যাবতীয় বিভ্রান্তির মূল কারণ**==
- সালাফদের যুগে মতপার্থক্য থাকলেও বিভক্তি ও বিভ্রান্তি ছিল না। তাদের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতির বন্ধন অটুট ছিল। কারণ, তারা ছিলেন ইসলামের ব্যাপারে সবচেয়ে জ্ঞানী। কিন্তু যখনি সালাফদের মানহাজ ও বুঝকে অবজ্ঞা করে যে যার মত নিজের বিবেকবুদ্ধি দিয়ে ইসলাম বুঝতে শুরু করে তখনি মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের দেয়ালে চিড় ধরে, ছড়িয়ে পড়ে মুসলিম সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিভ্রান্তি। কারণ, ইসলামকে বিবেকবুদ্ধি দিয়ে নিজের মতে করে বুঝা অসম্ভব। তা ঐশী ধর্ম। তাকে ঐশী বুঝের আলোকেই বুঝতে হবে। আর সেই ঐশী বুঝ সালাফগণ রাসূল স. থেকে গ্রহণ করেছেন। তাই সালাফদের বুঝে ইসলাম বুঝা ছাড়া কোন উপায় নেই।
- ✍ **ইমাম ইবনু আবীয যামানাঈন বলেন,**
- اعلم -رحمك الله- أن السنة دليل القرآن، وأنها لا تدرك بالقياس، ولا تؤخذ بالعقول، وإنما هي الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة.
- জেনে রাখুন! -আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন- সুন্নাহ হচ্ছে কুর'আন প্রমাণ। তা কিয়াস দ্বারা বুঝা সম্ভব নয় এবং বিবেক দ্বারাও জানা অসম্ভব। তা হচ্ছে, ইমামদের ও উম্মাহর অধিকাংশ আলেমের পদ্ধতির অনুসরণ। (উসূলুস সুন্নাহ, ৩৫)
- ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম বিভ্রান্ত ফিরকা হচ্ছে, খারেজী। তাদের বিভ্রান্তির মূল কারণ হচ্ছে কুর'আনের একটি আয়াত। সে আয়াতকে বুঝতে গিয়ে তারা সালাফদের বুঝকে অমান্য করে নিজেদের বুঝের আলোকে বুঝার চেষ্টা করে। ফলে তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এভাবে শিয়া, জাহমিয়া, মু'তাযিলা, ক্বাদেরিয়া, মুরজিয়া, জাবরিয়াসহ প্রত্যেকটা ফেরকার বিভ্রান্তির মূল কারণ হচ্ছে, সালাফদের বুঝের আলোকে ইসলামকে না বুঝে নিজেদের বুঝের আলোকে বুঝা।
- ✍ **ইমাম আবূ উসমান দারেমী রাহি. বলেন,**
- যে ব্যক্তি সালাফদের বুঝকে গ্রহণ না করে তাদের বিরোধিতা করে, সে মূলত নিজের প্রবৃত্তিকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করতে চায় এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যের বিপরীতে কুর'আনকে নিজের বুঝ দ্বারা তা'বীল করতে চায়। তোমরা যদি মু'মিন হয়ে থাকো ও সালাফদের মানহাজে অটল থাকতে চাও তাহলে তাদের থেকে ইলম অর্জন করো, তাদের পদ্ধতিতে হেদায়াত তালাশ করো এবং তাদের মতামতকে ইমাম হিসেবে মেনে নাও।
- কসম! তোমরা তাদের চেয়ে বেশি কুর'আনের জ্ঞান রাখো না; এমনকি তাদের সমপরিমাণও না। তাদের বর্ণিত মতামতকে গ্রহণ করা ছাড়া তাদের অনুসরণ সম্ভব নয়। যে তাদের মতামতকে গ্রহণ করবে না সে মূলত: মু'মিনদের পথকে বর্জন করতে চায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,
- وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا
- যে কেউ রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান। (সূরাহ নিসা, ১১৫) (আর-রদ্দু আলাল জাহমিয়া, ১০৬)
- *মানহাজ থেকে বিচ্যুত হওয়ার পরিণাম*====================================
- সালাফদের মানহাজ থেকে বিচ্যুত হওয়া মানে সিরাতে মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুত হয়ে শয়তানের পথে চলা এবং সুন্নাতের পথ ছেড়ে বিদ'আতের পথ মাড়ানো। যার শেষ পরিণাম জাহান্নাম।
- ✍ **ইমাম মুহাম্মাদ বিন নাসর আল-মাওয়াযী রাহি. বলেন,**
- ومن حاد عن سبيل المؤمنين وقع في حبائل الشيطان.
- যে ব্যক্তি মু'মিনদের মানহাজ থেকে ছিটকে পড়ল সে শয়তানের রশিতে আটকা পড়ল।

- (আস-সুন্নাহ, ৯)
- ✍ **শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্‌ রাহি. বলেন,**
- ” ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد؛ فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم، ومن خالف ذالك كان مبتدعا عند أهل السنة.“
- “আহলুস সুন্নাহ্‌ ওয়াল জামা‘আতের মতাদর্শ একটি সুপরিচিত প্রাচীনতম মতাদর্শ। আল্লাহ্‌ তা‘আলা আবূ হানীফাহ্‌, মালিক, শাফিয়ী ও আহমাদকে সৃষ্টি করার পূর্ব থেকেই এই মতাদর্শের অস্তিত্ব ছিল। নিশ্চয়ই এটা সাহাবীদের মতাদর্শ, যারা এই মতাদর্শ স্বয়ং তাঁদের নাবীর কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন। যে ব্যক্তি এই মতাদর্শের বিরোধিতা করবে, সে আহলুস সুন্নাহর নিকট বিদ‘আতী হিসেবে পরিগণিত হবে।” (মিনহাজুস সুন্নাহ, ২/৬০১)
- ✍ **ইমাম আবূ মুযাফফর সাম'আনী রাহি. বলেন,**
- وشعار أهل السنة: اتباعهم للسلف الصالح، وتركهم كل ما هو مبتدع محدث.
- আহলে সুন্নাহর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সালফে সালেহীনের অনুসরণ করা। প্রত্যেক বিদ'আতী তাদের অনুসরণকে পরিত্যাগ করে। (আল-ইন্তিসার লি-আহলিল হাদীস, ৩১)
- আল্লাহ্‌ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন, যারা সালাফদের অনুসরণ করবে না তারা জাহান্নামি। আল্লাহ বলেন,
- وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا
- যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান। (সূরাহ নিসা, ১১৫)

✓ শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

- "কারো অধিকার নেই যে, সে উম্মতের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কাউকে খাঁড়া করে তার পথে মানুষকে আহ্বান করবে এবং সেই পথকে কোনো মুসলিমের সাথে আন্তরিক সুসম্পর্ক গড়া বা না গড়ার মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করবে। অনুরূপভাবে তার জন্য এটাও বৈধ নয় যে, সে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্য এবং যেসব বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ্‌র ‘ইজমা’ হয়েছে, সেগুলো ব্যতীত অন্য কোনো বক্তব্যের জন্ম দিয়ে তাকে কোনো মুসলিমের সাথে আন্তরিক সুসম্পর্ক গড়া বা না গড়ার মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করবে। বরং এটি বিদ‘আতীদের কাজ, যারা উম্মতের জন্য কোনো ব্যক্তি বা বক্তব্যকে দাঁড় করিয়ে তার মাধ্যমে তাদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে; ফলে তারা এই সৃষ্ট বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে মিত্রতা বা শত্রুতা পোষণ করে’।
- তিনি [রাহিমাহুল্লাহ] আরও বলেন -
- মানুষদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি করা এবং তাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষের জন্ম দেয় এমন কোনো কাজ করা কোনো শিক্ষকের উচিৎ নয়। বরং তারা সবাই ভাই ভাই হয়ে থাকবে এবং পরস্পরে সৎ ও তাক্বওয়ার কাজে সহযোগিতা করবে।
- মহান আল্লাহ বলেন,
- ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ﴾ [المائدة: ٢]
- ‘সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে তোমরা একে অন্যের সাহায্য কর। আর পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অন্যের সহায়তা করো না’ [আল-মায়েদাহ ২]
- অনুরূপভাবে কোনো শিক্ষকের এটাও উচিৎ নয় যে, সে কারো পক্ষ থেকে মানুষদের অঙ্গীকার গ্রহণ করবে এমর্মে যে, সে যা-ই চাইবে, তা-ই সমর্থন করতে হবে এবং সে যার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে, তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে, অনুরূপভাবে সে যার সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, তার সাথে শত্রুতা পোষণ করতে হবে। বরং যে ব্যক্তি এমনটি করবে, সে চেঙ্গিস খানদের মত, যারা কেবল তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে, যারা তাদেরকে সমর্থন করে, পক্ষান্তরে যারা তাদের সমর্থন করে না, তাদেরকে শত্রু গণ্য করে। মনে রাখতে হবে, তাদের এবং তাদের অনুসারীদের উপর আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর আনুগত্যের অঙ্গীকার রয়েছে।
- তিনি [রাহিমাহুল্লাহ] অন্যত্র বলেন -
- যে ব্যক্তি কাউকে দাঁড় করিয়ে তার সমর্থনকে কেন্দ্র করে কারো সাথে সুসম্পর্ক গড়ে বা শত্রুতা পোষণ করে, সে নিম্নোক্ত আয়াতের আওতায় পড়ে যাবে,
- [﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمۡ وَكَانُواْ شِيَعٗاۖ ﴾ [الروم: ٣٢
- ‘যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে গেছে’ [আর-রূম ৩২]
- যদি তারা (কোনো দল) আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নির্দেশনার মধ্যে কোনো কিছু বৃদ্ধি করে বা কম করে, যেমন: কেউ তাদের দলে প্রবেশ করলে হক-বাতিলের তোয়াক্কা না করে তার পক্ষাবলম্বন করা, পক্ষান্তরে কেউ তাদের দলে প্রবেশ না করলে সে হকের উপরে থাকুক কিংবা বাতিলের উপরে থাকুক তাকে প্রত্যাখ্যান করা। বস্তুত: এটিই হচ্ছে সেই বিভক্তি, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার নিন্দা করেছেন। কেননা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল জামা‘আতবদ্ধভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে পারস্পরিক

মতপার্থক্য ও বিভেদ সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন। অনুরূপভাবে তাঁরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার নির্দেশ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অন্যের সহায়তা করতে নিষেধ করেছেন।

- [মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ, ২০/১৬৪,
- ২০/৮, ২৮/১৫-১৬, ১১/৯২]

❒ সালাফদের মানহাজ: (কতিপয় মুলনীতি) ১ম পর্ব।

মুলঃ শায়খ আবু জাঈদ জামীর হাফিজাহুল্লাহ!অনুবাদঃ সুন্নাহর পথযাত্রী

● বিনা তাহক্কিক বা সত্যতা যাচাই ছাড়া সবার থেকে কোরআন ও সুন্নাহর ইলম নেয়া- এটা সালাফ (পুর্ববর্তী তাবেঈন/তাবা তাবেঈন/ আইম্মায়ে কেরাম) দের মানহাজ নয়। তাহক্কিক বা সত্যতা যাচাই করে গ্রহন করাই সালাফদের মানহাজ।

● ইলম অনুযায়ী আমল না করা – এটা সালাফ (পুর্ববর্তী তাবেঈন/তাবা তাবেঈন/ আইম্মায়ে কেরাম) দের মানহাজ নয়। ইলম অনুযায়ী আমল করাই সালাফদের মানহাজ।

● তাওহীদকে পরোয়া না করে বিদআত ও শির্ক এর সাথে আতাঁত করা- এটা সালাফ (পুর্ববর্তী তাবেঈন/তাবে তাবেঈন/ আইম্মায়ে কেরাম) দের মানহাজ নয়।

সালাফরা তাওহীদকে আকড়ে ধরে থাকতেন বিদআত ও শির্ক থেকে পলায়ন করতেন!

● রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসসাল্লাম এর ব্যাপারে বেশি বাড়াবাড়ি - এটা সালাফ (পুর্ববর্তী তাবেঈন/তাবে তাবেঈন/ আইম্মায়ে কেরাম) দের মানহাজ নয়। তারা রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসসাল্লাম এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতেন না।

● বিদআত করা বা তৈরি করা অথবা প্রমোট করা - এটা সালাফ (পুর্ববর্তী তাবেঈন/তাবে তাবেঈন/ আইম্মায়ে কেরাম) দের মানহাজ নয়। সালাফরা বিদআতকে ভয় পেতেন ও এর থেকে সম্পুর্নরুপে সকল সম্পর্ক ছেদ করতেন।

● ঐ সকল আলেমদের অনুসরণ করা যারা দলিলের পরিবর্তে আক্বল/যুক্তি দিয়ে চলে- এটা সালাফ (পুর্ববর্তী তাবেঈন/তাবে তাবেঈন/ আইম্মায়ে কেরাম) দের মানহাজ নয়। সালাফদের দলিল হচ্ছে ক্বলাল্লাহ ওয়া ক্বলা রসুলিল্লাহ!

● কারো কিতাব বা বই পেলেই তা থেকে ইলম নেয়া- এটা সালাফ (পুর্ববর্তী তাবেঈন/তাবা তাবেঈন/ আইম্মায়ে কেরাম) দের মানহাজ নয়। বরং সালাফরা কোরআন ও সুন্নাহকে দাতঁ কামড়ে ধরে থাকতেন!ব্যক্তি বিশেষের বই বা কিতাবাদি থেকে ইলম নিতে হবে কোরআন ও সুন্নাহর আদলে এবং সালাফদের"বুঝ" অনুসারে!

● হাদীস আক্বল বা যুক্তিতে অথবা আপনার পছন্দনীয় মাযহাবের ঈমামের "মতামতের" সাথে না মিললে তা রদ করে দেয়া - এটা সালাফ (পুর্ববর্তী তাবেঈন/তাবা তাবেঈন/ আইম্মায়ে কেরাম) দের মানহাজ নয়। বরং সালাফদের তো ইত্তেবা ও তাসলিম আছে। তারা বলতেন, আমরা এর উপর ঈমান এনেছি এগুলো আমাদের রবের পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে।
(কুরআন: ৩/৭)

সালাফী-মানহাজের-বৈশিষ্ট্য সমুহঃ-

● তর্কবিতর্ক করা ও এর মধ্যে ডুবে থাকা- এটা সালাফ (পুর্ববর্তী তাবেঈন/তাবা তাবেঈন/ আইম্মায়ে কেরাম) দের মানহাজ নয়। বরং সালাফগন সম্পুর্নরুপে কোরআন ও সুন্নাহর গভীর জ্ঞান আহরণ এবং তা আমলে পরিনত করার এবং শর্তহীনভাবে কোরআন ও সুন্নাহর দাওয়াত দিতেই সম্পুর্ন সময় ব্যায় করতেন!

● আহলে বাতিলের সাথে অপ্রয়োজনীয় কথা বলা,উঠাবসা,চলাফেরা এটা সালাফ (পুর্ববর্তী তাবেঈন/তাবা তাবেঈন/ আইম্মায়ে কেরাম) দের মানহাজ নয়। বরং সালাফরা সর্বদা তাদের দিনকে আহলে বাতিল থেকে বাচানোর চেষ্টা করতেন!

❒ সালাফদের মানহাজ: (কতিপয় মুলনীতি) [২য় পর্ব।]

মুল: শায়খ আবু জাঈদ জামীর হাফিজাহুল্লাহ! অনুবাদ: সুন্নাহর পথযাত্রী।---------------------●

- প্রত্যেক আয়াত বা হাদীসের ইস্তিদাল করা- এটা সালাফ (পুর্ববর্তী তাবেঈন/তাবা তাবেঈন/ আইম্মায়ে কেরাম) দের মানহাজ নয়। সেটা আয়াতে মুহকাম হোক বা হাদীস সুন্নাত ই মুতাব্বাহ হোক।
- ● মুজমালের মুলনীতিতে ফয়সালা করা বা তাফসিল বা বায়ান কে অগ্রায্য করা- এটা সালাফ (পুর্ববর্তী তাবেঈন/তাবা তাবেঈন/ আইম্মায়ে কেরাম) দের মানহাজ নয়।
- ● শুধু মারফু হাদীসকে আকড়ে ধরে মওকুফ আছার কে ছেড়ে দেয়া- এটা সালাফ (পুর্ববর্তী তাবেঈন/তাবা তাবেঈন/ আইম্মায়ে কেরাম) দের মানহাজ নয়।
- ১৪. সকল সাহাবা বা কোন একজন সাহাবা কে কটুক্তি করা- এটা সালাফ (পুর্ববর্তী তাবেঈন/তাবা তাবেঈন/ আইম্মায়ে কেরাম) দের মানহাজ নয়।
- ● নবী (সা) ছাড়া কাউকে তার স্থান কাউকে দেয়া- এটা সালাফ (পুর্ববর্তী তাবেঈন/তাবা তাবেঈন/ আইম্মায়ে কেরাম) দের মানহাজ নয়।
- ● সঠিক দলীল ছাড়া একটিকে অপরটির উপর আফজাল বা উত্তম বলে দেয়া- এটা সালাফ (পুর্ববর্তী তাবেঈন/তাবা তাবেঈন/ আইম্মায়ে কেরাম) দের মানহাজ নয়।
- অনুগ্রহ আল্লাহরই এখতিয়ারে, যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি তা দান করেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। (হাদীদ/২৯)
- ● ত্বাকলিদ করা বা দলীলবিহীন ভাবে অন্ধরুপে গ্রহন করা- এটা সালাফ (পুর্ববর্তী তাবেঈন/তাবা তাবেঈন/ আইম্মায়ে কেরাম) দের মানহাজ নয়।
-
- ● নবী (সা) ছাড়া কোন মানুষের কথাকে অনুস্বরন করা "ফরজ" বলে দেয়া খাস করে ইজতিহাদি মাসালায়- এটা সালাফ (পুর্ববর্তী তাবেঈন/তাবা তাবেঈন/ আইম্মায়ে কেরাম) দের মানহাজ নয়।
- ● উলামাদের কালাম'কে ধরে তার সাথে ঝগড়া শুরু করে দেয়া- এটা সালাফ (পুর্ববর্তী তাবেঈ/তাবা তাবেঈ/ আইম্মায়েকেরাম) দের মানহাজ নয়। একজন তালিবুল ইলম এর একটা কথা স্বরণ রাখা উচিত যে, "সে একজন তালিবুল ইলম" তাই উলামাদের কোন বিশয়ে ঝগড়া মুবাহাসা উলামাদের উপর ই ছেড়ে দেয়া উচিত। তাই বড় বড় বিশয়ে তারা ঝগড়া করবে না বরং উলামারা তা করবে।
-
- ● মাসআলা দেয়ার ব্যাপারে তারাহুরা করা- এটা সালাফ (পুর্ববর্তী তাবেঈন/তাবা তাবেঈন/ আইম্মায়ে কেরাম) দের মানহাজ নয়। কেননা তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ হতে আর ধীরস্থিরতা রহমান এর পক্ষ হতে। সালাফরা এমন ছিলো যে, তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চুপ থাকতেন আর ফাতাওয়া অন্যের দিকে সম্মোধন করে দিতেন। এমনকি অনেক সময় মাসআলা জিজ্ঞাসাকারী ভাবতো যে, তার ইলম ই নেই! আসলে তারা কথা কম বলতেন লা ইলমের জন্য নয় বরং আল্লাহর ভয় করে!...
-
- ● বিদআত বা বিদআতির সাথে উঠাবসাকে হালকা ভাবা অথবা হালকা ভাবে পেশ করা- এটা সালাফ তথা (পুর্ববর্তী তাবেঈন/তাবা তাবেঈন/ আইম্মায়ে কেরাম) দের মানহাজ নয়। ,,,,

সালাফী-মানহাজের-বৈশিষ্ট্য সমুহঃ-

- ● আহলে বিদআত বা বিদআতিকে সম্মান করা বা তাদেরকে উচু করে সবার সামনে তুলে ধরা- এটা সালাফ (পুর্ববর্তী তাবেঈন/তাবা তাবেঈন/ আইম্মায়ে কেরাম) দের মানহাজ নয়।...
-
- ● বিদআতিকে বা কবিরা গুনাহগারকে বা ব্যাক্তির সাক্ষ ছাড়া কাউকে "কাফের" ফাতাওয়া দেয়া- এটা সালাফ (পুর্ববর্তী তাবেঈ/তাবা তাবেঈ/ আইম্মায়েকেরাম) দের মানহাজ নয়। এটা সঠিক নয় যে, অজানা কোন লোককে বিদআতি ট্যাগ লাগানো। হ্যাঁ, যদি সারঈ দিক হতে প্রমান হয় যে বিদআত করে তাহলে ঠিক আছে। এভাবেই শারঈ ভাবে কেউ কুফর না করলে তাকে বা যাকে তাকে না জেনেই বা অল্প কথার শুনেই কাফের ফাতাওয়া দেয়া এগুলো সালাফদের মানহাজ নয়।
-
- ● উলামাদের ইলমী সাধারণ ভুলকে বড় করে তার শান নষ্ট করা- এটা সালাফ (পুর্ববর্তী তাবেঈন/তাবা তাবেঈন/ আইম্মায়ে কেরাম) দের মানহাজ নয়। অথবা সাধারণ ভুলের কারনে উলামাদের সম্পর্কে জবানকে লম্বা করা বা তার বই/দারস ছেড়ে দেয়া এমনকি তাদের কিতাবকে জ্বালিয়ে দেয়া বা ঐ কিতাব থেকে ফায়দা না নেয়া বা ছেড়ে দেয়া এটা খুবই ভুল এবং সালাফদের মানহাজ পরিপন্থি।
- ● আহলে সুন্নাত এর ইলমি ভুল এর সাথে আহলে বিদআত এর ভুলকে এক পাল্লায় মাপা- এটা সালাফ (পুর্ববর্তী তাবেঈন/তাবা তাবেঈন/ আইম্মায়ে কেরাম) দের মানহাজ নয়। কেননা বনি আদমের সবারই কিছু না কিছু ভুল আছে। তাই ব্যাক্তির মানহাজ দেখতে হবে এবং এর উপর তার ভুলকে শুধরে দিয়ে তার সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে।

সালাফদের মানহাজ: (কতিপয় মুলনীতি) শেষ পর্ব।

- মুল: শায়খ আবু জাঈদ জামীর হাফিজাহুল্লাহ!
- অনুবাদ: সুন্নাহর পথযাত্রী।
- ২৬. নিজেদের মাঝে ফিরকা তৈরিকরা বা শারঈ কারন ছাড়া ইখতিলাফ করা- এটা সালাফ (পুর্ববর্তী তাবেঈ/তাবা তাবেঈ/ আইম্মায়েকেরাম) দের মানহাজ নয়। সালাফদের মাঝে তো এটা ছিলো যে, একজন অপরজনকে পিঠ না দেখাও বরং হে আল্লাহর বান্দা! নিজেদের মাঝে ভাই-ভাই হয়ে যাও।
-
- ২৭. ইখতিলাফকে দুশমনিতে পরিনত করা- এটা সালাফ (পুর্ববর্তী তাবেঈ/তাবা তাবেঈ/ আইম্মায়েকেরাম) দের মানহাজ নয়। বরং মুজতাহীদ তো ১ টি নেকি পাবে। নিয়তকে ঠিক রেখে কোন মাসালায় ইখতিলাফ করার পরেও নিজেদের মাঝে সম্পর্ক খারাপ করতো না।
-
- ২৮. কোন মাসালায় কোন একটি বিশয়কেই হক্ব বানিয়ে বাকিগুলোকে বাতিল করে দেয়ে- এটা সালাফ (পুর্ববর্তী তাবেঈ/তাবা তাবেঈ/ আইম্মায়েকেরাম) দের মানহাজ নয়। যে আমার মাসালায় একমত তারাই সালাফি আর যে আমার মাসালায় একমত নয় তারা গাইর সালাফি! এরকম ভাগ করা সালাফদের মানহাজ নয়। সালাফিয়াত একটা মানহাজ এটা একটা মাসালা নয়।
-
- ২৯. মুনকার কে মিটানোর জন্য তার থেকে বড় ফাসাদ তৈরি করা- এটা সালাফ (পুর্ববর্তী তাবেঈ/তাবা তাবেঈ/ আইম্মায়ে কেরাম) দের মানহাজ নয়।
-
- ৩০. হুকুমের খিলাফ বা শাসকের বিরুদ্ধ্যে (শরঈ কারন ছারা) জনগনকে উসকিয়ে দেয়- এটা সালাফ (পুর্ববর্তী তাবেঈ/তাবা তাবেঈ/ আইম্মায়ে কেরাম) দের মানহাজ নয়। জনগনকে হুকুমের বিরুদ্ধে উসকানো বা লোভ করা বা তাদের স্থান দখল করার জন্য উসকিয়ে দেয় এটা সালাফদের মানহাজ নয়।

-
- ৩১. নসিহাত করার সময় বারাবড়ি করা- এটা সালাফ (পুর্ববর্তী তাবেঈ/তাবা তাবেঈ/ আইম্মায়েকেরাম) দের মানহাজ নয়। আল্লাহ তার রসুল, তার কিতাব, মুসলমানদের আইম্মাহ দের পথকে অনুস্বরন করাই সালাফদের কাজছিলো ।
-
- ৩২. সম্মান পাওয়া বা মানুষদের মাঝে উচু হিসেবে থাকার জন্য চাওয়া- এটা সালাফ (পুর্ববর্তী তাবেঈ/তাবা তাবেঈ/ আইম্মায়ে কেরাম) দের মানহাজ নয়। কেননা উচ্চ আকাংক্ষা মানুষের কমড়কে ভেঙ্গে দেয় আর যে ব্যাক্তি কম বয়সে সরদার হয়ে যায় সে অনেক উত্তম থেকে মাহরুম হয়ে থাকে।
-
- ৩৩. দুনিয়ার সাথে মিশে যাওয়া আর আখিরাতের জন্য ইবাদাত কে গুরুত্ব না দেয়- এটা সালাফ (পুর্ববর্তী তাবেঈ/তাবা তাবেঈ/ আইম্মায়ে কেরাম) দের মানহাজ নয়।

-
- ❒ সালাফী মানহাজের বৈশিষ্ট্যঃ পর্ব-০১
- সালাফী মানহাজ নতুন কোনো মানহাজ নয়। এটি ইসলামের সবচেয়ে পুরনো ও একমাত্র গ্রহণযোগ্য মানহাজ। সালাফী মানহাজে অন্য কোনো মানহাজ থেকে কিছু সংযোজন করা হয়নি। আবার এই মানহাজ থেকে কিছু বিয়োগও করা হয়নি। এটি মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত কোনো চিন্তাধারা থেকেও উদ্ভাবিত হয়নি। আবার ইতিহাসের কোনো বিশেষ প্রেক্ষাপটেও তৈরি হয়নি। এমনকি এটি কোনো মুজতাহিদের ইজতিহাদের ফসল নয়। এটি মূলত এমন একটি মানহাজ যেটির ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে কুরআন ও সুন্নাহের উপরে। আর এর রয়েছে কিছু মূলনীতি, কিছু বৈশিষ্ট্য যা দ্বারা এই মানহাজটিকে সমগোত্রীয় অন্যান্য মানহাজ থেকে আলাদা করা যায়। এই কারণেই এই মানহাজটি হয়ে গেছে একটি ইউনিক মানহাজ।
- ইসলাম যাদের হাত ধরে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে তাদেরই প্রথম কয়েকযুগের সোনালী মানুষেরাই সালাফ। যাদেরকে আমরা সালাফে সালিহীন বলে জানি ও চিনি। তাদের রেখে যাওয়া মানহাজের নামই হচ্ছে সালাফী মানহাজ। এটি ছাড়াও আরো বেশ কিছু মানহাজ দুনিয়াতে অতীতে ছিলো ও বর্তমানে চালু আছে। অতীতের ও বর্তমানের সকল মানহাজ থেকে সালাফী মানহাজ সম্পূর্ণ আলাদা। এই মানহাজটি যেসব বৈশিষ্ট্যের কারণে আলাদা তার প্রধান প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিচে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলোঃ
-
- ● ১ নং বৈশিষ্ট্যঃ কুরআন ও সহীহ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা এবং প্রবৃত্তি ও বিদ'আত-এর অনুসরণ না করাঃ
- সর্বাবস্থায় কুরআন ও সহীহ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার আদেশ সম্বলিত অসংখ্য দলীল কুরআন ও সুন্নাহতে রয়েছে। আর এটিই সালাফে সালিহীনের দেখানো মানহাজ। সালাফী মানহাজ-এর প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে, যে কোনো ছোট কিংবা বড় বিষয়কে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে জ্ঞান ও সূক্ষ্মদৃষ্টিসহ কুরআন ও সুন্নাহের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। সর্বোত্তম সালাফ অর্থাৎ সাহাবীগণ এই নীতিই অনুসরণ করতেন। এই প্রসঙ্গে সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্ট করেই বলেছেন,
-
- فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا "অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর"।
-
- মতবিরোধের সময় এবং মতবিরোধ না হওয়ার সময় উভয় অবস্থায়ই কুরআন ও সুন্নাহকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরার পাশাপাশি সাহাবীদেরকেও বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশিদীন-এর রীতিনীতিকে অনুসরণ করার নির্দেশনা এসেছে। বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ সা.-এর ইন্তিকালের পরে তার অনুপস্থিতিতে যারা জীবিত থাকবেন তারা যদি কোনো মতবিরোধ দেখতে পান তাহলে তারা কী করবেন সেই নির্দেশনার ঘোষণা তিনি নিজেই দিয়ে গিয়েছেন।
- একই সাথে ইখতিলাফের অন্যতম অনুঘটক মানবমনের খেয়ালখুশির অনুসরণ ও দীনের মধ্যে চালুকৃত নতুন কিছুর (বিদ'আতের) অনুসরণ করাকে শক্তভাবে বর্জন করতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

-
- فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ“তোমাদের মাঝে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে, তারা বহু মতভেদ দেখতে পাবে। এমতাবস্থায় তোমাদের উচিত হবে আমার ও আমার খুলাফায়ে-রাশেদার সুন্নাতের অনুসরণ করা, যারা সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী। তোমরা তাদের দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করবে। তোমরা বিদ'আতের অনুসরণ ও অনুকরণ করা হতে দূরে থাকবে। কেননা, প্রত্যেক নতুন কথাই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই গুমরাহী”। (সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং- ৪৬০৯, শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ মানের বলেছেন।)
-
- সালাফী মানহাজকে যারা অনুসরণ করেন তারা যা কিছু কুরআন ও সুন্নাহর সাথে মিলে যায় তাকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেন এবং যা কিছু কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী হয় তা নিঃসংকোচে পরিত্যাগ করেন। তারা কোনোক্রমেই সহীহ ও সুসাব্যস্ত দলীল থেকে সরে যান না আর সহীহ দলীলের সামনে ব্যক্তিগত মতামত, গবেষণা ও তার ফলাফলকে এবং আকল (বিবেক/বুদ্ধি)-কে অগ্রাধিকার দেন না। অর্থাৎ তারা কুরআন ও সুন্নাহকে যাচাই-বাছাই করার জন্য নিজের আকল বা বুদ্ধি-বিবেচনাকে বিচারক বানান না। যেমনটা অতীতেও অনেকে করে বিভ্রান্ত হয়েছে, বর্তমানেও অনেকে আকল দ্বারা হাদীসকে যাচাই করতে গিয়ে অনেক প্রতিষ্ঠিত ও সুসাব্যস্ত সহীহ হাদীসকে বাতিল ঘোষণা করছে।
-
- মোটকথা, সালাফী মানহাজের প্রধান ও প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা ও অগ্রাধিকার দেয়া এবং প্রবৃত্তি ও বিদ'আতের অনুসরণ থেকে নিরাপদ দূরে থাকা। কোনো মুসলিম ব্যক্তি যদি নিজেকে সালাফী দাবী করে তাহলে তাকে সর্বপ্রথম এই বৈশিষ্টের অধিকারী হতে হবে। এই বৈশিষ্টের অধিকারী না হয়ে সালাফী দাবী মিথ্যা।
- (১ম পর্বের সমাপ্তি) salafi manhaj er boishista

-
- **সালাফী মানহাজের বৈশিষ্ট্য (পর্ব-০২)**
- ২ নং বৈশিষ্ট্যঃ
- ● তাওহীদ সংরক্ষণে বিশেষ মনযোগ দেয়াঃ
- .তাওহীদ অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুকে একক করা, এক বানানো। সকল ইলাহ বা উপাস্যকে অস্বীকার করে আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসাবে মনেপ্রাণে ও কর্মে মেনে নেয়ার নাম হচ্ছে তাওহীদ। কুরআন ও সুন্নাহতে তাওহীদকে আকীদার অন্যান্য বিষয়গুলো ও ইবাদাত, মু'আমালাত ইত্যাদির তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাই সালাফগণও সর্বদা তাওহীদকে ইসলামের অন্যান্য যে কোনো দিক, বিভাগ বা ইবাদাতের তুলনায় অগ্রাধিকার দিতেন। তাওহীদ সংরক্ষণে সর্বাধিক মনযোগ দিতেন। এজন্যই তাওহীদ সংরক্ষণকে সালাফী মানহাজের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য করা হয়।
- .
- এজন্যই সকল জ্ঞানের মধ্যে সর্বপ্রথম তাওহীদের জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যক।
- .
- সূরা মুহাম্মাদ-এর ১৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ সবার আগে এ কথা জানতে বলেছেন যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো সত্যিকারের ইলাহ নেই। তাওহীদের বিশুদ্ধ জ্ঞান ছাড়া কোনো ইবাদাতই আল্লাহর কাছে পৌঁছে না। তাওহীদের বিপরীতে শিরকের সাথে সামান্য সম্পর্ক ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপের কারণ হতে পারে। তাই আমল কবুল হওয়ার জন্য শিরকমুক্ত আকীদা ও আমল হওয়া আবশ্যক।
- .
- আল্লাহর সমকক্ষ কাউকে মনে করলে বা তার জন্য নির্দিষ্ট কোনো কাজে তার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করলে তাওহীদ নষ্ট হয়ে যায়, শিরক হয়ে যায়। এই জন্য সালাফগণ সর্বদা তাওহীদ সংরক্ষণের ব্যাপারে অগ্রাধিকার ও যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করতেন। তারা তাওহীদের ওপরে

এতো গুরুত্ব দেয়ার যথেষ্ট ভিত্তি ও দলীল বিদ্যমান। তারা যেহেতু সকল ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহকে অগ্রাধিকার দিতেন সেহেতু যে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে কুরআন ও সুন্নাহর পুরোটাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আলোচনা করেছে সেই বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিবেন এটাও তো স্বাভাবিক।

- কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,
- وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ.
- ."তারা তো আদিষ্ট হয়েছিলো আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তার ইবাদাত করতে"। (সূরা আল-বায়্যিনাহ, আয়াত নং- ০৫)
- ______________
- .আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কেউ কেউ তাওহীদের হাকীকত সালাফগণের মানহাজ মোতাবেক না বুঝবার কারণে বিভ্রান্ত হয়েছে। আল্লাহর রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের ক্ষেত্রে এসব বিভ্রান্ত গোষ্ঠীগুলোর বিভ্রান্তি যতটা না বেশি তার চেয়ে অনেক বেশি বিভ্রান্তি তাওহীদুল আসমা ওয়া সিফাত অর্থাৎ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর জন্য অন্য সৃষ্টির মত দেহাবয়ব সাব্যস্ত করেছে। আবার কেউ কেউ আল্লাহ্র তাওহীদ সংরক্ষণ করার নামে তার গুণাবলিকেই অস্বীকার করেছে বা অপব্যাখ্যা করেছে। এছাড়াও তাওহীদকে কেন্দ্র করে অনেকে বিভ্রান্ত হয়েছে শুধু এ সম্পর্কে সালাফগণের মানহাজকে না বোঝার কারণে।
- .
- সালাফগণ একদিকে যেমন কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত আল্লাহর নাম ও গুণাবলী যথাযথভাবে সাব্যস্ত করেছেন আবার যারা এগুলোর অপব্যাখ্যা করেছেন তাদেরও জবাব দিয়েছেন। তাই সালফগণের জীবন ও যুগ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তারা তাদের জীবনে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের প্রতি সর্বাধিক মনযোগ দিয়েছেন। তাই এটি কালক্রমে সালাফী মানহাজের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে।
- .
- ইসলামে তাওহীদের অবস্থান সর্বোচ্চ। এটি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন, এর শর্তাবলি বাস্তবায়ন ও এর দাবীসমূহ পূরণ করাই তাওহীদ সংরক্ষণ। মানজীবনের অভীষ্ট লক্ষ্যই হলো তার জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা। আর ইসলামী শরীয়াতেরও অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য (মাকসাদ) হলো, দ্বীনের সংরক্ষণ (হিফযুদ দ্বীন)। দ্বীন সংরক্ষণের প্রথম স্তরই হচ্ছে আকীদা সংরক্ষণ এবং সকল শিরক, বিদ'আত ও জাহিলিয়্যাত থেকে দ্বীনকে মুক্ত রাখা। সালাফগণ সর্বদা এই কাজই করে গেছেন।
- .
- অনেকে সালফী মানহাজের অনুসারীদের এই মর্মে অভিযুক্ত করেন যে, সালাফীগণ নাকি #রাষ্ট্রীয়ভাবে#তাওহীদ #প্রতিষ্ঠার কাজ করেন না। আসলে সালাফীদের প্রতি এই ধারণা সঠিক নয়। বর্তমান যুগের সালাফীগণও সালাফগণের অনুসরণে ব্যক্তিজীবন থেকে রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তাওহীদের প্রতিষ্ঠা চান। কিন্তু তারা শুরু করতে চান ব্যক্তি থেকে। রাষ্ট্রীয়ভাবে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা ও সুযোগ আসার পূর্ব পর্যন্ত ব্যক্তি, পরিবার, সমাজে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার কাজ করতে হবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যখন আসবে তখন তাওহীদকে আরো পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আসার পূর্ব পর্যন্ত ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে তাওহীদ প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট গুরুত্ব না দেয়া সালাফগণের নীতি নয়।
- .তাই সালাফগণ যেমন তাদের যুগে সাধ্যানুযায়ী সার্বিকভাবে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার কাজ করে গেছেন তেমনিভাবে আমাদেরও কর্তব্য তাদের মত করে, তাদের স্টাইলে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার কাজ করা। সালাফগণ যেভাবে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার কাজ করেননি সেভাবে চেষ্টা করে কিয়ামত পর্যন্ত তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সালাফীগণ সালাফগণের বুঝ ও তরীকা মোতাবেকই তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে চায়; আধুনিক যুগের কোনো চিন্তাবিদের চিন্তাধারা অনুযায়ী নয়।
- .(২য় পর্বের সমাপ্তি)
-

- ❒ সালাফী মানহাজের বৈশিষ্ট্য - পর্ব-০৩
-

■ ৩ নং বৈশিষ্ট্যঃ জামা'আতবদ্ধ থাকা

- সালাফে সালিহীনের মানহাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সর্বাবস্থায় ঐক্যবদ্ধ থাকা ও মুসলিম জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

- وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
- “তোমরা সকলে আল্লাহর রশিকে আঁকড়ে ধরো। এবং তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না”। (সূরা আলে ইমরান; আয়াত নং ১০৩)
- এই আয়াতে উল্লিখিত হাবলুল্লাহ বলতে ইবনু মাস'ঊদ (রা.)-এর মতে “জামা'আত”-কে বুঝানো হয়েছে। (তাফসীরে তাবারী) ইবনু উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,
- إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ
- “আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মাতকে অথবা তিনি বলেছেন মুহাম্মাদ (স.)-এর উম্মতকে কখনো ভ্রষ্টতার উপরে ঐক্যবদ্ধ করবেন না। আর আল্লাহর সাহায্য জামা'আত-এর উপরে”। (সুনান তিরমিযীঃ হাদীস নং- ২১৬৭)
- আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ (রা.) একদিন মানুষদের সামনে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন,
- وَأَنَّ مَا تَكْرَهُونَ فِي الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِمَّا تُحِبُّونَ فِي الْفُرْقَةِ“ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় তোমরা যা অপছন্দ করো তা, তোমরা বিচ্ছিন্ন থাকা অবস্থায় যা পছন্দ করো তার থেকে উত্তম”। (ইবনু আবী শাইবাহঃ হাদীস নং- ৩৭৩৩৭)
- ✍ ইমাম তহাভী (রহ.) বলেন,
- ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا
- “আমরা জামা'আতবদ্ধ থাকাকে সত্য ও সঠিক মনে করি এবং বিচ্ছিন্ন থাকাকে ভ্রষ্টতা ও শাস্তি মনে করি”। (মাতানুত তহাভিয়্যাহ, খণ্ড. ০১, পৃ. ৮৫)
- ✍ শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহ.) বলেন,
- ثم إن الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين
- “অতঃপর নিশ্চয় জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা ও ঐক্যবদ্ধ থাকা দ্বীনের মৌলিক নীতিমালার অন্যতম নীতি”। (মাজমূ'উল ফাতাওয়া, খণ্ড. ২২, পৃ. ৪৪৫)
- .
- সালাফগণ এবং যারা সালাফদের পথে চলতেন তারা সর্বদা জামা'আত ও হককে কেন্দ্র করে জোটবদ্ধ থাকতেন। তারা তাদের শাসকদের কথা শুনে ও মেনে চলতেন। তবে তারা শরীয়ত প্রবর্তকের (আল্লাহর) মৌলিক উদ্দেশ্য (মাকাসিদুশ শরী'আহ) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সার্বিক কল্যাণের বাস্তবায়ন ও পূর্ণতা প্রদানের জন্য এবং অকল্যাণ প্রতিরোধ ও হ্রাসকরণের জন্য নিরপরাধ ব্যক্তির রক্তের সুরক্ষা ও মর্যাদা নিশ্চিত করা এবং রক্তকে হালাল ঘোষণা না করার সাথে সাথে বিকল্প পথও তারা গ্রহণ করেছেন। মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আদেশ দিয়ে অসংখ্য আয়াতের মধ্যে অন্যতম হলো,
- وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ
- “এবং তোমরা আল্লাহর অনুসরণ করো এবং তার রাসূলের অনুসরণ করো। তোমরা একে অপরের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। তাহলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি চলে যাবে”। (সূরা আনফালঃ আয়াত নং- ৪৬)
- .
- ন্যায়সঙ্গত সকল কাজে সুখে-দুঃখে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা পর্যন্ত রাষ্ট্রের শাসকগণের কথা শোনা ও মানা জরুরি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
- “হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।” (সূরা নিসাঃ আয়াত নং- ৫৯)
- .
- উবাদা ইবনুস সামিত (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে ডাকলেন এবং আমরা তার নিকট বায়আত হলাম। তিনি তখন আমাদেরকে যে (বিষয়গুলোতে) শপথ (বায়আত) গ্রহণ করান তার মধ্যে ছিল-

সালাফী-মানহাজের-বৈশিষ্ট্য সমুহঃ-

- أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ « إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ ».
- আমাদের অনুরাগে ও বিরাগে, আমাদের সংকটে ও সাচ্ছন্দে আমরা তার কথা শুনবো ও মানবো, এবং আমাদের উপর অন্যকে প্রধান্য দিলেও আমরা তা মেনে নেবো। আরও (বাই'আত করলাম) যে আমরা ক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয়ে ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে ঝাগড়া করব না। কিন্তু যদি ক্ষমতাশীনদের মাঝে স্পষ্ট কুফরী দেখ আর সে বিষয়ে তোমাদের কাছে আল্লাহর তরফ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান, তাহলে আলাদা কথা। (সহীহ মুসলিমঃ হাদীস নং- ৩৪২৩)
- .
- শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ব্যাপারে ঈমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)- এর খুব কাছের বন্ধু আবু-হারিস আহমাদ বিন মুহাম্মাদ এর একটা বর্ণনা পাওয়া যায়। বর্ণনাটি হলো-
-
- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِي أَمْرٍ كَانَ حَدَثَ بِبَغْدَادَ، وَهَمَّ قَوْمٌ بِالْخُرُوجِ، فَقُلْتُ: " يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، مَا تَقُولُ فِي الْخُرُوجِ مَعَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَجَعَلَ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، الدِّمَاءَ، الدِّمَاءَ، لَا أَرَى ذَلِكَ، وَلَا آمُرُ بِهِ، الصَّبْرُ عَلَى مَا نَحْنُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْفِتْنَةِ يُسْفَكُ فِيهَا الدِّمَاءُ، وَيُسْتَبَاحُ فِيهَا الْأَمْوَالُ، وَيُنْتَهَكُ فِيهَا الْمَحَارِمُ، أَمَا عَلِمْتَ مَا كَانَ النَّاسُ فِيهِ، يَعْنِي أَيَّامَ الْفِتْنَةِ، قُلْتُ: وَالنَّاسُ الْيَوْمَ، أَلَيْسَ هُمْ فِي فِتْنَةٍ [ص: ١٣٣] يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ، فَإِنَّمَا هِيَ فِتْنَةٌ خَاصَّةٌ، فَإِذَا وَقَعَ السَّيْفُ عَمَّتِ الْفِتْنَةُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، الصَّبْرَ عَلَى هَذَا، وَيَسْلَمُ لَكَ دِينُكَ خَيْرٌ لَكَ، وَرَأَيْتُهُ يُنْكِرُ الْخُرُوجَ عَلَى الْأَئِمَّةِ، وَقَالَ: الدِّمَاءَ، لَا أَرَى ذَلِكَ، وَلَا آمُرُ بِهِ "
- "আমি আবু আবদুল্লাহ (ঈমাম আহমদ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম বাগদাদের একটা ঘটনার ব্যাপারে। যে ঘটনার জের ধরে কিছু সংখ্যক লোক শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত নেয়। আমি বললাম, "হে আবু আব্দুল্লাহ! শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে আপনার মতামত কী? তিনি এর নিন্দা প্রকাশ করলেন আর বলতে আরম্ভ করলেন "সুবহানাল্লাহ! রক্তপাত (জনগণের), রক্তপাত (জনগণের)! আমি এটায় বিশ্বাস করি না আর আমি কাউকে এটা করতেও বলি না। আমাদের জন্য ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে মোকাবিলা করাটাই অধিক উত্তম ফিতনা ফ্যাসাদের মাধ্যমে রক্তপাত, সম্পদ লুন্ঠন, নারী-সম্ভ্রম বিলীন হয়ে যাওয়ার চেয়ে। তোমার কি মনে নেই, এর আগের বারের ফিতনার কারণে কি অবস্থা জনগণের হয়েছিলো?"
-
- আমি বললাম, হে আবু আব্দুল্লাহ! আজকের জনগণ কী শাসকের ফিতনার মধ্যে দিনাতিপাত করছে না? উত্তর সে বলল, "যদি জনগণ শাসকের ফিতনায় পড়ে থাকে তাহলে তা তুলনামূলকভাবে সামান্যই কিন্তু যদি শাসকের বিরুদ্ধে তরবারী উত্তোলন করা হয় তাহলে ফিতনা ঢালাওভাবে ছড়িয়ে যাবে এবং সেই পরিস্থিতি থেকে অব্যহতির কোন রাস্তা খোলা থাকবে না। চলমান কঠিন পরিস্থিতি ধৈর্য্যের সাথে মোকাবেলা করাটাই তোমার জন্য উত্তম যেখানে আল্লাহ তোমার দ্বীনকে নিরাপদ রেখেছেন"
-
- আমি তাকে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে নিন্দা করতে দেখলাম আর বলতে শুনলাম "জনগণের রক্ত পাত ঘটিও না; আমি এটাতে বিশ্বাস করিনা আর আমি কাউকে এটা করতে নির্দেশও দেই না" (আবু বকর আল-খাল্লাল, আস-সুন্নাহ ১/২৩২)
- .
- উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, শাসকদের মধ্যে স্পষ্ট কুফরি প্রকাশ পাওয়া ও তার কুফরি সম্পর্কে স্পষ্ট অকাট্য দলীল বিদ্যমান থাকা ছাড়া সর্বাবস্থায় শাসকের কথা শোনা ও মানা আবশ্যক। ইসলাম সর্ববস্থায় রাষ্ট্রীয় জামা'আতকে আঁকড়ে ধরতে আদেশ দেয়। সর্বদা ঐকবদ্ধ থাকা সালাফগণের নীতি ও বৈশিষ্ট্য। কিছু হলে পরেই শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দেয়া ও সাধারণ নিরপরাধ মানুষের রক্ত প্রবাহিত করার অনুমতি ইসলাম কাউকে দেয়নি। ইসলামী শরীয়াতে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কিছু প্রেক্ষাপট আছে, কিছু শর্ত রয়েছে। এসব প্রেক্ষাপট ও শর্তাবলি বাদ দিয়ে যে যার মত বিদ্রোহ ঘোষণা করলে রাষ্ট্রের মধ্যে যে অরাজকতা সৃষ্টি হবে তা আর ঐসকল বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। তাই ইসলাম সর্বদা শাসকের কথা শোনা ও মানার দিকে উদ্বুদ্ধ করে। রাষ্ট্রীয় জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার আদেশ দেয়। সকল বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতাকে প্রতিরোধ ও অনুৎসাহিত করে। সালাফী মানহাজের বৈশিষ্ট্য - পর্ব-০৩

- ❒ সালাফী মানহাজের বৈশিষ্ট্য: পর্ব-০৪

- – এ পর্বের বৈশিষ্ট্যঃ নাসীহাহ
- সালফে সালিহীনের মানহাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নাসীহাহ। নাসীহাহ শব্দটি আমাদের সমাজে শুধু অন্যের জন্য শুভ কামনা করা অর্থে ব্যবহারিত হলেও হাদীসে এটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহারিত হয়েছে। নাসীহাহ-এর শাব্দিক অর্থ হলো কোনো কিছুকে খারাপ কিছু থেকে মুক্ত করা, সাহায্য করা, সত্য বলে মেনে নেয়া। পরিভাষায় ইবনুল আছীর তার "আন-নিহায়াহ" গ্রন্থে লিখেছেন, "নাসীহাহ হচ্ছে কারো জন্য কল্যাণ করার ইচ্ছা করা"।

- সালাফগণের মানহাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নাসীহাহ। এ ক্ষেত্রে দলীল হলো রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সেই বিখ্যাত হাদীস যেখানে তিনি বলেছিলেন -
- الدِّينُ النَّصِيحَةُ (قُلْنَا لِمَنْ ؟ قال : (لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ
- দ্বীন হচ্ছে নাসীহাহ (অর্থাৎ নাসীহাহই হচ্ছে দ্বীন।) সাহাবীগণ এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কার জন্য নাসীহাহ? তিনি বললেন, নাসীহাহ হচ্ছে আল্লাহর জন্য; তাঁর কিতাবের জন্য (অর্থাৎ কুরআন-এর জন্য); তাঁর রাসূলের জন্য; মুসলিমদের ইমামদের জন্য ও সকল মুসলিমদের জন্য। (সহীহ মুসলিমঃ ৫৫)

- মানুষ যেহেতু শুধু মানুষের জন্য নাসীহাহ করার কথা ও পদ্ধতি কমবেশি জানে কিন্তু আল্লাহ, তাঁর কিতাব ও রাসূল (সা.)-এর জন্য কিভাবে নাসীহাহ করবে তা জানে না। তাই হাদীসটির একটু ব্যাখ্যা দরকার।

- ১। হাদীসে আল্লাহর জন্য নাসীহাহ বলতে বুঝানো হয়েছে যে --
- ● আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করা ও বিশ্বাস করা;
- ● তাঁর সাথে কাউকে বা কিছুকে শরীক না করা,
- ● সকল অপূর্ণতা থেকে তাকে মুক্ত রাখা,
- ● তাঁর সকল আদেশ মেনে চলা ও তাঁর সকল নিষেধ বর্জন করা,
- ● আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও তাঁর জন্য শত্রুতা পোষণ করা,
- ● আল্লাহর আনুগত্যকারীদের সাথে বন্ধুত্ব আর তাঁর বিরুদ্ধাচারণকারীদের প্রতি শত্রুতা,
- ● কাফিরদের সাথে জিহাদ করা,
- ● আল্লাহর দেয়া নেয়ামত স্বীকার করা ও এর শুকরিয়া আদায় করা,
- ● সকল কাজে একনিষ্ঠতা অবলম্বন ইত্যাদি।

- ২। আল্লাহর কিতাব অর্থাৎ কুরআনের জন্য নাসীহাহ হচ্ছে --
- ● আল-কুরআনের ওপরে ঈমান আনা,
- ● অপব্যাখ্যার হাত থেকে কুরআনকে রক্ষা করা,
- ● এর হক আদায় করে তেলাওয়াত করা,
- ● এর আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা,
- ● এর উপদেশবাণীকে উপদেশ হিসেবে গ্রহণ করা,

- ● এর হারামের সীমারেখায় থেমে যাওয়া,
- ● এর আদেশগুলো পালন করা ও এর নিষেধগুলো থেকে দূরে থাকা।
-
- ৩। আল্লাহর রাসূল (সা.) -এর জন্য নাসীহাহ করা অর্থ হচ্ছে --
- ● মানুষের মধ্যে শুধু তাকেই অনুসরণ করা,
- ● তাকে ছাড়া আর কাউকে অনুসরণ না করা,
- ● তাকে সত্য নবী হিসেবে স্বীকার করা ও ঈমান রাখা,
- ● তিনি যেসব অতীতের, বর্তমানের ও ভবিষ্যতের সংবাদ আমাদের জানিয়েছেন তা বিশ্বাস করা,
- ● তাঁর আদেশ মেনে চলা, তাঁর নিষেধ থেকে দূরে থাকা,
- ● তাঁর রেখে যাওয়া শরীয়তের পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলা,
- ● এই বিশ্বাস রাখা যে, তিনি যা নিয়ে এসেছেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই এনেছেন ও বলেছেন এবং এর প্রতি আমল করা আবশ্যক,
- ● তাঁর জীবিত থাকা অবস্থায় তাঁর পাশে থেকে তাকে সাহায্য করা আর তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে তাকে সাহায্য করা ইত্যাদি।
- .
- ৪। মুসলিমদের ইমামদের (নেতা) জন্য নাসীহাহ-এর অর্থ হচ্ছে -
- ● সত্যের পক্ষে তাদেরকে সাহায্য করা ও আনুগত্য করা,
- ● কোমলতা ও বিনয়ের সাথে তাদেরকে সতর্ক করা ও উপদেশ দেয়া,
- ● তারা যেসব বিষয়ে গাফিল সেসব বিষয়ে তাদেরকে অবহিতকরণ,
- ● তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে অস্ত্রধারণ না করা,
- ● তাদের আনুগত্যের পক্ষে সাধারণ মানুষদেরকে উদ্বুদ্ধ করা,
- ● তাদের পেছনে সলাত আদায় করা,
- ● তাদের পক্ষে জিহাদে অংশগ্রহণ করা (যখন তারা জিহাদের জন্য আহ্বান করবে),
- ● তাদের কাছে যাকাত অর্পণ করা,
- ● মিথ্যা প্রশংসা করে তাদেরকে প্রতারিত না করা,
- ● তাদের জন্য সংশোধনের দো'আ করা,
- ● তাদের জন্য ভালো কাজের তাওফীক কামনা করা।
- .
- ৫। সাধারণ মুসলিমদের জন্য নাসীহাহ মানে হচ্ছে --
- ● তাদেরকে দ্বীনের জ্ঞান দান করা বা দ্বীন বুঝানো,
- ● আল্লাহর দিকে ডাকা,
- ● তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা,
- ● তাদের মধ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দন্ডবিধি বাস্তবায়ন করা,
- ● নিজের জন্য যা ভালোবাসবে তা অন্য মুসলিম ভাইয়ের জন্যও ভালোবাসবে,
- ● নিজের জন্য যা অপছন্দ করবে তা অন্যের জন্যও অপছন্দ করবে,
- ● তাদের ব্যাপারে সর্বদা দয়াদ্র থাকবে,
- ● ছোটদের প্রতি স্নেহ ও দয়া দেখাবে আর বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে,
- ● তাদের দুশ্চিন্তায় চিন্তিত হবে, তাদের খুশিতে আনন্দিত হবে,
- ● তাদের সংশোধন চাইবে,
- ● তাদের ওপরে নেয়ামতের ধারাবাহিকতা চাইবে,
- ● শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের বিজয় চাইবে,
- ● তাদের থেকে সকল অকল্যাণ ও অনিষ্ট দূর করবে।
-
- এই হাদীসে যে নাসীহার কথা বলা হয়েছে তা-ই সালাফী মানহাজের বৈশিষ্ট্য। সালাফগণ সর্বদা এই হাদীসের ওপরে আমল করতেন। নাসীহাহ করতেন। বর্তমানেও যারা সালাফদের অনুসরণ করতে চায় তাদের উচিত উপরিউক্ত হাদীসের আলোকে নাসীহাহ অনুশীলন করা। নাসীহাহই দ্বীন।
- নাসীহাহকে বাদ দিয়ে দ্বীন চর্চা অসম্ভব। তাই এই হাদীসে নাসীহাহকেই দ্বীন বলা হয়েছে।

সালাফী-মানহাজের-বৈশিষ্ট্য সমুহঃ-

-

- ## সালাফী মানহাজের বৈশিষ্ট্য (পর্ব-০৫)
- সহীহ আকিদা RIGP
- সালাফী মানহাজের বৈশিষ্ট্য (পর্ব-০৫)
- সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ
- সালাফী মানহাজের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মানুষদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা। এই কাজটি ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কুরআন ও সুন্নাহতে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ-এর প্রতি উৎসাহিত করে অসংখ্য নির্দেশনা বর্ণিত হয়েছে।
-
- প্রত্যেক নবী-রাসূল এই দায়িত্ব পালন করেছেন। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর সাহাবীগণ, তাবিঈ, তাবে তাবিঈ, ইমাম ও মুজাদ্দিদগণ সবাই নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী এই দায়িত্ব পালন করেছেন। তাই এই কাজটি সালাফী মানহাজের বৈশিষ্টে পরিণত হয়েছে।
-
- “সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ” ছাড়া কোনো মানবসমাজ টিকবে না। সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি গড়ে ওঠার পেছনে এর ভূমিকা অত্যধিক। কুরাআনে আল্লাহ তা’আলা মুসলিমদেরকে উত্তম জাতি বলে ঘোষণা করে তাদেরকে তিনটি কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এই তিনটি কাজের মধ্যে প্রথম দুটি কাজই হচ্ছে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ।
-
- আল্লাহ বলেন,
- **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ**তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। আর যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত, তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত। তাদের কতক ঈমানদার। আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক। (সূরা আলে ইমরান, আয়াতঃ ১১০)
-
- অন্য আয়াতে মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন,
-
- **وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ**আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, আর তারা সালাত কায়িম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আত-তাওবাহ, আয়াতঃ ৭১)
-
- যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমতা দিয়েছেন তাদের মৌলিক চারটি কাজের দুইটিই হচ্ছে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ।
-
- আল্লাহ বলেন,

সালাফী-মানহাজের-বৈশিষ্ট্য সমূহঃ-

- الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ তারা এমন যাদেরকে আমি যমীনে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে; আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহরই অধিকারে। (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াতঃ ৪১)
- হাদীসের মধ্যেও সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ দেয়ার নির্দেশনা বর্ণিত হয়েছে। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,
- مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ তোমাদের কেউ অন্যায় কিছু দেখে সে যেনো তা হাত দ্বারা বাধা দেয়, আর যদি হাত দিয়ে বাধা দিতে না পারে তাহলে মুখ (কথা) দিয়ে বাধা দিবে, আর যদি সে তাও না পারে তাহলে যেনো অন্তত অন্তর দিয়ে বাধা দেয়। এটিই ঈমানের দুর্বলতম স্তর। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ১৮৬)
- উপরিউক্ত আয়াত-হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা ইসলামের একটি বৈশিষ্ট্য এবং প্রত্যেক মুসলিমের আবশ্যিক দায়িত্ব। তবে এই দায়িত্ব প্রত্যেকের মেধা, ক্ষমতা ও পদ-পদবির কারণে কমবেশি হয়।
- রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী বা পুলিশ প্রধান কিংবা পরিবারের কর্তার আর একজন সাধারণ মানুষের এই ক্ষেত্রে দায়িত্ব এক নয়। এই কাজ করার জন্য শর্ত রয়েছে। বিশেষ করে অন্যায় থেকে নিষেধ করার ক্ষেত্রে নীতিমালা ও শর্তাবলি রয়েছে। যে যার মত যার তার ওপরে যদি এই দায়িত্ব প্রয়োগ করতে যায় তাহলে এর উদ্দেশ্য ব্যহত হবে এবং পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। যা কখনই কাম্য নয়।
- সাহাবীগণ, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈগণ সব সময়ই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার দায়িত্ব পালন করেছেন। তাদের পরবর্তীতে তাদের অনুসারীরাও প্রত্যেক যুগে এমনকি আজকের যুগেও এই কাজ করে যাচ্ছেন। কিয়ামত পর্যন্ত তারা তাদের এই দায়িত্ব পালন করে যাবেন, ইনশা-আল্লাহ। কেউ কেউ অভিযোগ তোলেন যে সালাফী মানহাজের অনুসারীরা সৎ কাজের আদেশ দেন না ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করেন না। তাদের এই বক্তব্য সঠিক নয়।
- তবে এই মানহাজের অনুসারীর দাবীদার কেউ যদি না করেন তাহলে সেটা ব্যক্তিগত ত্রুটি। এটি মানহাজের ত্রুটি নয়। আর কেউ যদি এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সালাফদের মানহাজকে অনুসরণ না করে নিজস্ব চিন্তাচেতনার ভিত্তিতে এই কাজ করতে যান তিনি পথভ্রষ্ট হবেন নিশ্চিত।
- এজন্যই দেখা যায় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলিম শাসকদেরকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার কাজ সাধারণ জনগণদের কেউ কেউ একাকী কিংবা কয়েকজন মিলে গ্রুপ বানিয়ে ইচ্ছামত নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়ে “সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার” নামে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধে নেমে পড়ে। ফলে শাসকের পতন তো করতে পারেই না উল্টো লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ নারী-পুরুষ-শিশুর প্রাণহানি হয়। কখনো শাসকের পতন হলেও আগের শাসক থেকে বেশি খারাপ শাসক ক্ষমতা দখল করে। ফলে অবস্থা আরো খারাপ হয়।
- এই কথার উদ্দেশ্য এই নয় যে, শাসককে সংশোধন করা যাবে না বা তার প্রতি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ দায়িত্ব প্রযোজ্য নয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে, সালাফদের নীতি ও মানহাজকে অনুসরণ না করে এই কাজ করতে গেলে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হবে। অতীতেও হয়েছে এখনো হচ্ছে।
- সালাফদের ব্যাখ্যা অনুযায়ীই সালাফী মানহাজের বৈশিষ্ট্য বুঝতে হবে এবং ধারণ করতে হবে। তাদের বুঝের বাইরে গিয়ে বুঝতে গেলে সমস্যা নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি হবে এবং আগের সমস্যা বাড়বে।

- ## সালাফী মানহাজের বৈশিষ্ট্যঃ পর্ব-06
- সালাফী মানহাজের বৈশিষ্ট্যঃ পর্ব-০৬
- সহীহ আকিদা RIGP
- "আকল বা বুদ্ধি-বিবেক শরীয়তের অনুসারী হবে"।
- মানুষের আকল বা বুদ্ধিবিবেচনা শক্তি একটি বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এটি সর্বদা ইসলামী শরীয়তের অনুসারী হবে। শরীয়ত কখনো আকলের অনুসরণ করবে না। সালাফী মানহাজের অন্যতম বৈশিষ্ট হচ্ছে তাঁরা ওয়াহি অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা কুরআন ও সুন্নাহ থেকেই জ্ঞান আহরণ করেন। তাদের বুদ্ধি, বিবেচনা, বুঝ-ব্যবস্থা ও মতামতকে তাঁরা সর্বদা কুরআন ও সুন্নাহর সাথে মিলিয়ে দেখে। যদি সেগুলো কুরআন-সুন্নাহর সাথে মিলে যায় তাহলে তাঁরা তা গ্রহণ করে আর যদি বিপরীত হয় বা সাংঘর্ষিক হয় তাহলে তাঁরা তা বর্জন করে এবং তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।
-
- যিনি শরীয়ত দিয়েছেন তাঁর কথাই মূল। মূল শরীয়তদাতা হলেন আল্লাহ তা'আলা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে শরীয়ত প্রদান করেছেন। এই দুজন হচ্ছেন বিধানদাতা। তাদের কথার দিকেই নিজের মনযোগ দিতে হবে। তাদের কথার উপরেই নির্ভর করতে হবে। তাদের কথারই অনুসরণ করতে হবে। কোনো কারণেই এবং কোনো সময়েই তাদের কথাকে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির অনুসারী বানানোর চেষ্টা করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,
- لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ
- “তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ আমি যা নিয়ে এসেছি (কুরআন ও সুন্নাহ) তাঁর প্রতি কেউ তার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিকে অনুসারী না বানাবে”। (অর্থাৎ নিজের ইচ্ছাকে বিসর্জন দিয়ে কুরআন-সুন্নাহকে অগ্রাধিকার না দিলে কেউ মুমিন হতে পারবে না।) (হাদীসটি ইবনু আবী আসী তাঁর ‘আস-সুন্নাহ’ কিতাবের ১৫ নম্বরে উল্লেখ করেছেন; তাবারানী তাঁর ‘আল-মু’জামুল কাবীর’-এ এবং আবূ নু’আইম তাঁর ‘আল-আরবাঈন’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইবনু রজব আল-হাম্বালী তাঁর ‘জামি’উল উলূম ওয়াল হিকাম’-এর ৪৮৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। হাদিসটি হাসান সহীহ।)
-
- ইসলামে মানুষের বুদ্ধি-বিবেকের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহতে আকল বা বুদ্ধি-বিবেকের মর্যাদা ও প্রয়োজনকে অস্বীকার করা হয়নি। আল্লাহ মানুষকে যতগুলো নিয়ামত দিয়েছেন সেগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে আকল। এই আকলের কারণেই মানুষ অন্যান্য জন্তু - জানোয়ার থেকে আলাদা। এর মাধ্যমেই মানুষ শরীয়তের বিধিবিধান অনুধাবন করে। এটি থাকলে একজন ব্যক্তি শরীয়তের বিধান পালনে বাধ্য হয়। এর মাধ্যমেই মানুষ শরীয়ত নিয়ে গবেষণা করে এবং মাসআলা সাব্যস্ত করে। তাই এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ইসলামে অপরিসীম।
- সালাফগণ কুরআন ও সুন্নাহর মূলপাঠ দেখেই সিদ্ধান্ত নিতেন। যেখানে ব্যাখ্যার দরকার সেখানে ব্যাখ্যা করতেন। আয়াত-হাদীসের বাহ্যিক পাঠের অনুসরণে সাথে এর ব্যাখ্যার বৈপরীত্য থাকতো না। কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁরা এমন ব্যাখ্যা করতেন না যা মূল অর্থ থেকে অনেক দূরে নিয়ে যায় আবার সবসময় আক্ষরিক অনুবাদ বা ব্যাখ্যাও করতেন না যার কারণে মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না। ইমাম শাতিবী (রহ.) বলেন,
- والعقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبق إلا الهوى والشهوة
- “আকল যদি শরীয়তের অনুসারী না হয় তাহলে প্রবৃত্তি ও মনোবাসনা ছাড়া আর কিছুই বাকী থাকে না”। (আল-ই’তিসাম। পৃষ্ঠা- ৩৫)
-
- মোট কথা হচ্ছে, সালাফগণ আয়াত-হাদীসের থেকে মাসয়ালা সাব্যস্ত করতে গিয়ে নিজের বিবেক-বুদ্ধিকে অগ্রাধিকার দিতেন না। ইসলামী গবেষণায় আকলের প্রয়োজনীয় ব্যবহার করতে কোনো বাধা তো নেই-ই বরং আদেশ আছে। কিন্তু সালাফদের বুঝ ও নীতিমালা অনুসরণ না করে নিজের বুঝ অনুযায়ী কেউ যদি আকলকে অগ্রাধিকার দিয়ে কুরআন ও হাদীস বুঝতে যায় তাহলে সে নিশ্চিত পথভ্রষ্ট হবে। কেউ যদি কুরআন বুঝতে হাদীসকে অগ্রাধিকার না দিয়ে আকলকে অগ্রাধিকার দেয় তাহলে আয়াতের অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝতে মারাত্মক ভুল করবে। আবার কেউ যদি হাদীসের গ্রহনযোগ্যতা নির্ধারণে রিজালশাস্ত্র ও জারাহ-তা’দীলের নীতিমালাকে অগ্রাহ্য করে নিজের বুঝ মত নীতিমালা বানিয়ে হাদীস গ্রহণ করে এবং বর্জন করে তাহলেও তারা পথভ্রষ্ট হবে।
- .
- বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি বাংলাদেশেও কেউ কেউ কুরআন ও সুন্নাহ বোঝার ক্ষেত্রে সালাফদের মানহাজকে বাদ দিয়ে আকলকে অগ্রাধিকার দেয়ার কারণে অনেক আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছে এবং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসসহ অনেক মুতাওয়াতির ও সহীহ হাদীসকে অস্বীকার করছে। এগুলো সব সালাফদের মানহাজকে পরিত্যাগ করার পরিণতি।
- সালাফদের মানহাজ হচ্ছে আকলকে কুরআন ও সুন্নাহর অনুগামী বানানো; কুরআন ও সুন্নাহকে আকলের অনুগামী বানানো নয়।

সালাফী-মানহাজের-বৈশিষ্ট্য সমুহঃ-

- **সালাফী মানহাজের বৈশিষ্ট্য! (৭ম পর্ব)**
- সহীহ আকিদা RIGP
- ❒ সালাফী মানহাজের বৈশিষ্ট্য!
- শুধু হকের পক্ষে পক্ষপাতিত্ব করা (৭ম পর্ব)
- --
- সালাফী মানহাজের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো শুধু হকের পক্ষে পক্ষপাতিত্ব করা অর্থাৎ হক ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করা। এখানে হক বলতে চূড়ান্ত হককে বুঝানো হয়েছে। আর চূড়ান্ত হক হচ্ছে আল্লাহর কিতাব কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহ। নিরঙ্কুশ পক্ষপাতিত্ব শুধু এই দুটি জিনিসের প্রতি পোষণ করাই সালাফী মানহাজের বৈশিষ্ট্য। সালাফগণ এই দুটো জিনিস ছাড়া অন্য কোনো কিছু বা কারো কথা কিংবা কারো আমলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতেন না। তিনি যে-ই হোন না কেনো।
- .
- কোনো সাহাবী, তাবিঈ, তাবে তাবিঈ, মুজতাহিদ ইমামগণ, ফকীহ, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, আলিম; যে-ই হোন না কেনো তাঁর কথা বা কাজের প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য ও পক্ষপাতিত্ব বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই হলেন একমাত্র মানুষ যার অন্ধ আনুগত্য করা যায় এবং করা শুধু বৈধই নয়, আবশ্যকও। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা পেয়েছেন এবং তাবলীগ করেছেন তারই শুধু পক্ষপাতিত্ব চলবে। কারণ ওয়াহিই শুধু চূড়ান্ত হক। অন্য কিছু নয়।
- ইসলামে সাহাবীদের কথা, তাবিঈ-তাবে তাবিঈ, মুজতাহিদ ইমামগণ, ফকীহ, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, আলিম, শাইখদের কথার মূল্য আছে। এই মূল্য ততক্ষণ যতক্ষণ তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহ-এর অনুকূলে কথা বলবেন, মতামত দিবেন। তাঁরা কেউই নিষ্পাপ নয়। তাঁরা কেউই ভুলের উর্ধে নন। তাদের কথা গ্রহণযোগ্যও হতে পারে আবার অগ্রহণযোগ্যও হতে পারে। গ্রহণযোগ্য কিনা তা যাচাই করতে হবে কুরআন ও সুন্নাহ দিয়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া কারও কথাই নিরঙ্কুশভাবে, নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা যাবে না।
-
- ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবরের দিকে ইশারা করে বলেন,
-
- “এই কবরবাসী ছাড়া বাকী প্রত্যেকের কথা গ্রহণও করা যেতে পারে আবার বর্জনও করা যেতে পারে”। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া প্রত্যেকের কথাই গ্রহণ করাও যেতে পারে আবার বর্জন করাও যেতে পারে। তবে গ্রহণ ও বর্জনের এই সিদ্ধান্ত হতে হবে সালফগণের মানহাজ অনুযায়ী কুরআন ও সুন্নাহর মাপকাঠিতে; নিজের খেয়ালখুশি অনুযায়ী নয়।
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া সাহাবী ও পরবর্তী সকল ইমাম, ফকীহ, আলিম; সবারই ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু তাঁরা সবসময় ভুল বলেন না। বেশিরভাগই সঠিক বলেন। কখনো কখনো তাদেরও ভুল হয়ে যেতে পারে, গিয়েছেও।
-
- কুরআন ও সুন্নাহ সঠিকভাবে বোঝার জন্য এবং কল্যাণ ও অকল্যাণ নির্ধারণের জন্য এবং ইসলামী শরীয়াতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যে সকল ক্ষেত্রে মতভিন্নতার সুযোগ আছে সেসব ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করকে সালাফগণ নিষিদ্ধ মনে করতেন না। তবে এই ভিন্নমত পোষণের ক্ষেত্রে ইজতিহাদের অযোগ্য ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রকাশিত কিংবা কারো পক্ষ থেকে কোনো ইজতিহাদ বা গবেষণা ছাড়াই প্রকাশিত মতামত গ্রহণযোগ্য নয়। যখন ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো মুজতাহিদের পক্ষ থকে ইজতিহাদযোগ্য বিষয়ে কোনো মতামত প্রকাশিত হবে তখন তা ইসলামে প্রাপ্য গুরুত্ব পাবে। তবে সেই মুজতাহিদের ইজতিহাদের বিপরীতে যদি কুরআন বা গ্রহণযোগ্য সুন্নাহর কোনো নাস বা উদ্ধৃতি পাওয়া যায় তাহলে সেই ইজতিহাদ বাতিল হয়ে যাবে।

সালাফী-মানহাজের-বৈশিষ্ট্য সমুহঃ-

- .
- সালাফগণ ইসলামের বিভিন্ন মাসয়ালায় ভিন্নমত (ইখতিলাফ) করেছেন। একই মাসয়ালায় সাহাবীগণের মাঝে, তাবিঈ-তাবে তাবেঈগণে মাঝে, মুজতাহিদ ইমামগণের মাঝে একাধিক মতামত পাওয়া যায়। সেসব ক্ষেত্রে কোনো মতামতদাতার মতামত ভুল প্রমাণ হলে তাঁর জন্য তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাবে না। বরং তাঁর পক্ষে ওযর (গ্রহণযোগ্য কারণ) তালাশ করতে হবে। তাঁর পক্ষে কোনো ওযর খুঁজে না পেলেও ধরে নিতে হবে যে, হয়তো কোনো ওযর ছিলো যার কারণে তাঁর মতামতটি কুরআন বা সুন্নাহ বিরোধী হয়েছে। এই ভুলের জন্য তাকে অপমান করা, নিন্দা করা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা, গালিগালাজ করা সালাফগণের মানহাজ নয়। বরং একে অপরের ভুলের জন্য ওযর খোঁজা এবং ওযর না পেলেও সুধারণা রাখা সালফদের মানহাজ।
- সালাফী মানহাজের বৈশিষ্ট্য! (৭ম পর্ব)

- আপনাদের অনুরোধ করা হচ্ছে বেশি বেশি শেয়ার করতে।।
- ❒ সালাফী মানহাজের বৈশিষ্ট্য!
- **"দীনের সকল দিক ও বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা"**
- (৮ম পর্ব)
- --
- সালাফী মানহাজ শুধু দীনের একটি বা দুটি দিক বা বিষয়কে নিয়ে গঠিত নয়। দীনের সকল দিক ও বিভাগ এর অন্তর্ভুক্ত। তাওহীদ, ঈমান, সলাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, জিহাদ, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, পারস্পরিক সম্পর্ক, অধিকার, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি; সব কিছুই এই দীনে ও মানহাজে রয়েছে।
- ✍ মালিক ইবনু আনাস রহিমাহুল্লাহ বলেন, উমার ইবনু আব্দুল আযীয রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,
- سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُلاةُ الأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ سُنَنًا ، الأَخْذُ بِهَا تَصْدِيقٌ لِكِتَابِ اللَّهِ ، وَاسْتِكْمَالٌ لِطَاعَةِ اللَّهِ ، وَقُوَّةٌ عَلَى دِينِ اللَّهِ ، وَمَنْ عَمِلَ بِهَا مُهْتَدٍ ، وَمَنِ انْتَصَرَ بِهَا مَنْصُورٌ ، وَمَنْ خَالَفَهَا اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَوَلاهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّى وأصلاه جهنم وساءت مصيراً
- “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরবর্তী মুসলিম শাসকগণ/আলিমগণ কিছু রীতিনীতি ও বিধিবিধান চালু করেছেন। সেগুলো আঁকড়ে ধরাই হচ্ছে আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ, আল্লাহর আনুগত্যের পূর্ণতা দেয়া ও আল্লাহর দীনের শক্তি বৃদ্ধি করার নামান্তর। সৃষ্টিজগতের কারো এই বিধান পরিবর্তনের অধিকার, ক্ষমতা নেই। কারো জন্য এই বিধানের বিরোধিতা করারও সুযোগ নেই। যে ব্যক্তি এই বিধানের অনুসরণ করবে সেই সঠিক পথপ্রাপ্ত। আর যে এই বিধানের দ্বারা সাহায্য কামনা করবে সে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। যে ব্যক্তি এই বিধানকে পরিত্যাগ করবে সে মুমিনদের পথ ছেড়ে অন্য কারো পথের অনুসরণ করছে। আল্লাহও তাকে সেদিকেই ফিরিয়ে দেন যেদিকে সে মুখ ফেরাতে চায় এবং তাকে জাহান্নামে পৌঁছে দেন। আর জাহান্নাম কতই না খারাপ প্রত্যাবর্তনস্থল”।
- □[ইবনু আব্দুল হাকীম, সীরাতে উমার, পৃষ্ঠা- ৩৮, আল-লালকাঈ, শারহু উসূলিল ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ, খণ্ড- ০১, পৃষ্ঠা- ৯৪, আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ, আসসুন্নাহ, খণ্ড-০১, পৃষ্ঠা-৩৫৭]
-
- সত্যিকারের সালাফী মানহাজ কোনো নির্দিষ্ট কোনো দল, গ্রুপ, মাযহাব বা সংগঠন না। মূলত এটি একটি পূর্ণাঙ্গ পথ ও পদ্ধতি। এটি কোনো দেশে, ভূখণ্ডে বা এলাকায় সীমাবদ্ধ কোনো মানহাজ নয়। এটি কোনো লেখক লেখা বই বা গবেষকের গবেষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি কুরআন ও সুন্নাহ-এর পথ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণের রেখে যাওয়া হিদায়াতের পথ অনুসরণের উদ্দেশ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সামগ্রিক দাওয়াতের নাম। এই দাওয়াত শিরক ও বিদ'আত থেকে দূরে থেকে প্রবৃত্তিপূজারী ও পথভ্রষ্টদের বিরোধিতার দাওয়াত।
- সালাফী মানহাজ মৌলিকভাবে একটি আকীদা, মূল্যবোধ, জীবনব্যবস্থার নাম। কোনো যুগে ও স্থানে এই মানহাজের অনুসরণ ছাড়া জাতীর সংস্কার ও সংশোধন সম্ভব নয়। এই মানহাজ একদিকে যেমন সবচেয়ে পুরোনো আবার একই সাথে আধুনিকও। কারণ, এই মানহাজ আধুনিক বিজ্ঞান ও

প্রযুক্তির অবদানকে অস্বীকার করছে না বরং মানবতার পক্ষে যা যা উদ্ভাবন ও আবিস্কার হচ্ছে এবং ব্যবহার হচ্ছে তার থেকে উপকার গ্রহণকে উৎসাহিত করে।

- সালাফী মানহাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রের কারণে কেউ কেউ সালাফী নাম ধারণ করে অথচ সালাফী মানহাজকে ধারণ করে না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বাড়াবাড়ি করে, কঠোরতা আরোপ করে আবার কেউ কেউ বেশি ঢিল দেয় এবং সহজতার নামে দীনের মূলনীতিকে ধ্বংস করে। অথচ সালাফী মানহাজ হচ্ছে মধ্যমপন্থি মানহাজ। সাধারণত এই মানহাজের কাউকে একটি-দুটি পাপের কারণে বা ভুলের কারণে মানহাজ থেকে বের করে দেয়া হয় না। বরং ভুলকারীদের সংশোধন করে সবাইকে নিয়ে সামনে আগাতে চায়।